CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
ওঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 7 September, 2019 ■ আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২০ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বাড়ছে খরচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। স্বাস্থ্য পরিষেবায় খরচ বাড়তে চলেছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মাশুল নির্ধারিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সংশোধিত মাশুলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাতে, কেবলমাত্র অন্ত্যোদয় পরিবার ছাড় পেয়েছে। ওপিডি রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে অন্তত ১৪৫টি পরিষেবায় বিপিএল এবং এপিএল ভুক্তদের ফি দিতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের যুক্তি, রাজ্যস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ, রাজ্য সরকার উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে চাইছে। তাতে, ফাঁকা কোষাগার নিয়ে সেই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই দাবি রাজ্য সরকারের। কিন্তু, এই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের উপর কিছুটা হলেও বোঝা চাপবে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

সম্প্রতি, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ডা. বি আর আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার ন্যূনতম ফি বসানোর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল দশা দীর্ঘ দিনের। অধিকাংশ রোগীর বহিঃরাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হচ্ছে। পরিকাঠামোর অভাবে জিবি হাসপাতাল থেকে বহু রোগী রেফার করা হচ্ছে বহিঃরাজ্যে। এক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারকেই ওই খরচ বহন করতে হচ্ছে। অবশ্য, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর রেফার রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। কারণ, অযথা কাউকেই এখন বহিঃরাজ্যে রেফার করা হচ্ছে না। তাছাড়া, জিবি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ারও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে রাজ্য সরকার।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খোলনলচে বদলে ফেলার লক্ষ্যে সাহসী পদক্ষেপ নিতেও পিছুপা হচ্ছে রাজ্য সরকার। অবশ্যই সংস্কারের লক্ষ্যে সাহসী পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে বলে দাবি বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের। এমনই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় নতুন মাশুল ধার্য্য করা হয়েছে। এছাড়া, কিছু স্বাস্থ্য পরিষেবায় মাশুল সংশোধন করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

স্বাস্থ্য দপ্তরের অবর সচিব আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সংশোধিত মাশুলের ঘোষণা দিয়েছেন। তাতে, নব সংস্করণ ওপিডি'তে চিকিৎসা এবং আইপিডিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ফি ধার্য্য করা হয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর আইসিইউ ভাড়া তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আইসিইউ'র ভাড়া পূণরায় চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও অতীতে কোন ফি ধার্য্য ছিল না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফি ধার্য্য করা হয়েছে।

নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিপিএলদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পূর্বের তুলনায় ফি কমানো হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গত দেড় বছরে ৫৭ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত গ্রেপ্তার ১০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় গত দেড় বছরে নেশা বিরোধী অভিযানে ৫৭ কোটির অধিক নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, ওই সময়ের মধ্যে এক নেশা কারবারির শাস্তি হয়েছে এবং ২০১ জন বর্তমানে জেলা হাজতে রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা আদালতে বিচারাধীন।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথেই নেশামুক্ত রাজ্য গড়ে তোলার স্লোগান দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কড়া নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন লাগাতার নেশা বিরোধী অভিযান শুরু করে। তাতে, প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয় এবং বহু নেশা কারবারি পুলিশের জালে ধরা পড়ে। এমন-কি, নেশা কারবারিদের সাথে অতীতে যোগসাজশের জন্য কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকও বরখাস্ত হয়েছেন।

রাজ্যে ২০১৮ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত গাঁজা-সহ অন্যান্য নেশাকারবারির বিরুদ্ধে ৫৯৫টি মামলা হয়েছে। বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দফতরের দেওয়া তথ্যে এই খবর মিলেছে। স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, ত্রিপুরায় দেড় বছরে ১,০২৬ জন অবৈধ নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দফততরের দেওয়া তথ্যে আরও জানা গেছে, ওই নেশা কারবারিদের মধ্যে বর্তমানে একজনের শাস্তি হয়েছে। তাছাড়া, আরও ২০১ জন বর্তমানে জেল হাজতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউএপিএ আইনের সংশোধনী বিষয়ে জবাব দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর।। ইউএপিএ আইনের সংশোধনী অসাংবিধানিক বলে অভিযোগ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা হল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। আর এর প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। দ্রুত এই আইনের সংশোধনীর বিষয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও আশ্বস্ত করছেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ।

একমাস আগে ইউএপিএ আইনের সংশোধনী পাশ হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশনে। বিলটি পাশ হওয়ার সময়ই সংসদের ভিতরে এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলের সাংসদরা। শাসকদল বিজেপি এভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে বলেও অভিযোগ তোলেন। সেসময় এই আইনের অপব্যবহার হবে না বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা কমে গেলেও কেউ না কেউ আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত তা সত্যি হল।

ওইসজল অবস্তি নামে এক ব্যক্তি ইউএপিএ সংশোধনীর বিরুদ্ধে ওই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই আইনের ফলে একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি যে কোনও ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। এই সংশোধনীর ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হবে। ওই ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রের জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত।

গত বুধবারই নতুন ইউএপিএ আইন অনুযায়ী, জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার, লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদ, মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় অভিযুক্ত জাকিউর রহমান লাকভি ও কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্রাহিমকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া হয়েছে।

আগের আইন অনুযায়ী, তল্লাশি চালাতে গেলে বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে গেলে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারী আধিকারিককে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ডিজিপির অনুমতি নিতে হত। কিন্তু, নতুন আইনে তার দরকার হবে না। নতুন আইন অনুযায়ী কী ধরনের প্রমাণ থাকলে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদী বলে যাবে তার কোনও নির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই বলেই অভিযোগ বিরোধীদের। এমনকী কাউকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার জন্য কোনও মামলাও দায়ের করতে হবে না। এর ফলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শাসকদলের সুবিধা হবেই বলেই অভিযোগ করছে বিরোধীরা।

পাচারকালে কাঠ সমতে আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। বন দপ্তরের কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিনিয়তই রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে মূল্যবান বনজ সম্পদ পাচার করে চলেছে বনদস্যুরা। গত রাতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বনজ সম্পদ পাচারকালে একটি গাড়ি সহ তিন যুবককে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কুঞ্জমুড়া এলাকায় টহলদারি চালানোর সময় কাঠ সহ একটি মারুতি গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ আটক করে তিন যুবককে। তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেববর্মা এ ব্যাপারে জানান, টিআর০৪এ-০৬১১ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি দিয়ে অবৈধ কাঠ তুইকর্মা থেকে পাচার করার সময় পুলিশ আটক করে।

আটক করা তিন যুবকের নাম স্বদেশ দেববর্মা, মিঠুন মোদক, হাকিম জয় রিয়াং। পুলিশ আটক করা অবৈধ কাঠগুলি রাতেই বন কর্মীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণেশ বিসর্জনকে কেন্দ্র করে আড়ালিয়ায় বাম কাউন্সিলার আক্রান্ত, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। বাম সমর্থিত কাউন্সিলার বিপদবন্ধু ঋষি দাস আক্রান্তের ঘটনায় শুক্রবার আড়ালিয়ার পঞ্চবটি এলাকায় পথ অবরোধ করেন তাঁর সমর্থকরা। তাঁরা রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই অবরোধের ফলে নিত্যযাত্রীরা ভীষণ সমস্যায় পড়েন। খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ বিশাল বাহিনী নিয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যায়। বিপদবন্ধু ঋষি দাসের আক্রান্তের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

গণেশ বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঝামেলাকে ঘিরে আক্রান্ত হন বাম সমর্থিত কাউন্সিলার বিপদবন্ধু ঋষি দাস। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ তিনি পূর্ব আগরতলা থানার অধীন আড়ালিয়ার পঞ্চবটি এলাকায় তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর বাইকও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রাতেই তাকে জিবি

হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

বিপদবন্ধু ঋষি দাসের সমর্থকদের দাবি, মেয়েকে শিক্ষকের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় আড়ালিয়ার পঞ্চবটি এলাকায় শাসকদল সমর্থিত দুষ্কৃতীরা তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছে। এতে তিনি মাথা ও শরীরের নানা আঘাত পেয়েছেন। দুষ্কৃতীরা তাঁর বাইকও ভাঙচুর করেছে। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসেন। তখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেলেঙ্কারিতে জড়ালেন উপাচার্য ধারুরকর, অপসারণ ও গ্রেপ্তারের দাবি জানাল এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়ালেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভিএল ধারুরকর। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে ঠিকেদারি সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাই তাঁকে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অপসারণ এবং গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে এনএসইউআই। শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এনএসইউআই-এর প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস হুমকি দিয়েছেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরকে গ্রেফতার করুক পুলিশ। নইলে, সারা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে এনএসইউআই। এতে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের স্টিং অপারেশনে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরের কাজের বরাত দেওয়ার বিনিময়ে

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

উপঢৌকন নেওয়ার বিষয়টি ধরা পড়েছে। কলকাতা-ভিত্তিক সংস্থাকে তিনি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশনার কাজের বরাত পাইয়ে দিয়েছেন। তার জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা নগদ সংগ্রহ করেছেন। বাকি টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্যও তিনি ওই সংস্থার এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন। স্টিং অপারেশনের ভিডিও ফুটেজে তাঁদের কথোপকথনে লেনদেনের বিষয়টি পরিষ্কার ধরা পড়েছে। এ-ঘটনাকে ঘিরে ত্রিপুরায় তোলপাড় অবস্থা।

আজ এনএসইউআই-এর প্রদেশ কমিটির সভাপতি রাকেশ দাস বলেন, শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার গুরুদায়িত্ব অধ্যাপক ভি এল ধারুরকরের ওপর বর্তেছে। অথচ, তিনি নিজেই কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত। তাঁর কথায়, স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের স্টিং অপারেশনে তাঁর কুকীর্তি ফাঁস হয়েছে। কারণ, বহিঃরাজ্যের সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়ার বিনিময়ে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন। রাকেশ দাস এদিন রাজ্য এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়েকে হত্যার ৩৩ বছর পর গ্রেপ্তার মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ৩৩ বছর আগে নিজের মেয়েকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছিলেন এক রমণী। আজ শুক্রবার তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পূর্ব আগরতলা থানার ওসি মানিক দাস জানিয়েছেন, ১৯৮৬ সালে পূর্ব ডুকলি এলাকার বাসিন্দা রঞ্জন বিশ্বাসের স্ত্রী ঝুলন বিশ্বাস বসাক (৫২) নিজের মেয়েকে খুন করেছিলেন। ওই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। কিন্তু, ঘটনার পর থেকেই তিনি গা ঢাকা দেন। ফলে এত বছর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মানিক দাসের কথায়, কিছুদিন আগে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় ওই মহিলা পূর্ব ডুকলি এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছেন। তিনি বলেন, মহিলাটি নিজের মেয়ের বাড়িতে যাতায়াত করতেন সেই খবরের ভিত্তিতে গত চারদিন ধরে সাদা পোশাকে পুলিশ নজর রেখেছিল। অবশেষে আজ সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি জানান, ঘাতক মহিলাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। তার বিরুদ্ধে আদালতের ওয়ারেন্ট ছিল, তাই তাকে এখন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানোর প্রয়োজন নেই।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলে উদ্ধার ৫১টি শিশু-সহ ৭৩ লক্ষ টাকার সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ট্রেনে বেআইনি সামগ্রী পরিবহণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে আসছে উত্তরপূ সীমান্ত রেলে নিযোজিত আরপিএফ। ওই অভিযানে গত আগস্ট মাসের শেষ দু সপ্তাহে ৭৩ লক্ষ টাকার অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন আরপিএফ কর্তৃপক্ষ।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাদক, কসমেটিক ও বিদেশি সিগারেটের মতো অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্য ৭৩ কেজি গাঁজাও রয়েছে। বলা হয়েছে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে এবং ট্রেনে নিয়মিত তল্লাশি চালিয়ে এ-সব অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করেছেন আরপিএফ কর্মীরা। ওই একই সময় অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৫১টি শিশুকে উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এনআরসি চালুর দাবিতে মুখ খুলল প্রাক্তন জঙ্গিদের সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর দাবি তুলেছে অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা রাজ্যের জঙ্গিদের সংগঠন 'তিপ্রা ইউনাইটেড রিটার্নিস্ট পিপলস কাউন্সিল'। সংগঠনের উদ্যোগে আজ শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকের বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগঠনের প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য এবং তাদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত হয়েছিলেন।

বৈঠক শেষে সংগঠনের সভাপতি অনন্ত দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স তথা এটিটিএফ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা যখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন তাদের যুক্তির মধ্যে একটি ছিল ত্রিপুরায় যে-সব মানুষ বিদেশ থেকে ১৯৬৫ সালের পর এসেছেন তাদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু চুক্তি হলেও এ বিষয়ে সরকার এখনও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তাই তারা এই বিষয়টি নিয়ে আগামীদিনে সরব হবেন। তবে কী ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিতে যাবেন সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান অনন্ত। তবে সংগঠনের আগামীদিনের আন্দোলন কর্মসূচি স্থির করতে আইনজ্ঞদের সঙ্গে তারা পরামর্শ করছেন বলেও জানান। এই বিষয়ে তাদের কর্মসূচি স্থির হলে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন দেববর্মা।

পাশাপাশি এদিন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ডেনিয়েল দেববর্মা জানান, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সময় যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল এর বেশিরভাগ চুক্তি এখনও পূরণ করেনি সরকার। তাই আগামীদিনে এগুলি কী করে পূরণ করা যায় সে-সব বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে সাব্রুমে এমাসেই যাত্রীবাহী ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। প্রতীক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। ভারতের রেল মানচিত্রের সাথে এ-মাসেই জুড়তে চলেছে সাব্রুম। ত্রিপুরার সদূর দক্ষিণের এই শহর রাজ্যের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। শুক্রবার গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংসদের নিয়ে সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকদের বৈঠকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সাব্রুম পর্যন্ত রেল পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। সে-মোতাবেক সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

এদিকে, আজ শুক্রবার আগরতলায় ডেমু ট্রেনের রেক এসে পৌঁছেছে। তবে, সাব্রুম পর্যন্ত রেল পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়তো আগরতলার বদলে ধর্মনগর থেকে হতে পারে। কারণ, বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কারণে নির্বাচনী আচরণবিধি আগরতলা রেল স্টেশনে এই আয়োজনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

শুক্রবার আগরতলা রেল স্টেশনে আসে ডেমু ট্রেনের একটি রেক। ছবি নিজস্ব।

আজ গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংসদরা এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মিজোরাম থেকে রাজ্যসভার

জাতীয় সড়কে মদের দোকান সরব স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর ।। মদ্যপ তান্ডপে অতিষ্ট বিশ্রামগঞ্জের বড়জলা এলাকার মানুষজন। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেই জাতীয় সড়কের পাশে এখনও বহাল তবিয়তে চলেছে বিলেতি মদের দোকান।

সবকিছু দেখেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই এলাকার প্রমীলারা অতিরিক্ত জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। বিলেতি মদের দোকান সরানোর দাবিতে সরব হল বড়জলা এলাকাবাসী।

শুক্রবার বিকেলে স্থানীয়রা সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক উদয়ন সিনহার দ্বারস্থ হলেন । এলাকাবাসীর অভিযোগ গত কিছুদিন আগে স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে দুই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করে মদ্যপ দুই যুবক। তাছাড়া বিশ্রামগঞ্জস্থিত এই মদের কাউন্টারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, আগরতলায় সৌহার্দ্য বিনিময়

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। ভারতের প্রতিবেশী এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে সৌহার্দ্য বিনিময় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল আগরতলায়।

আজ শুক্রবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার রেবতিমোহন দাস, মুক্তিযুদ্ধ অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড় আবুল কালাম আজাদ, মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মিহির দেব, শ্যামল চৌধুরী, বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সচিব মহম্মদ আজিজুর রহমান, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার কিরীটি চাকমা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার রেবতমোহন দাস বলেন, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দু'দেশের মধ্যে মানুষকে আটকানো সম্ভব হলেও মানুষের মনের মধ্যে বিভেদের রেখা তৈরি করা সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশবাসী যেভাবে কাজ করছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। স্পিকার আরও বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলা ভাষাকে মুছে দিতে ভারতের অসমে অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আবেগতাড়িত হয়ে জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩২৫ ▫ ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২০ ভাদ্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দায়িত্ব ও কর্তব্য এক অপরের পরিপূরক

দায়িত্ব এবং কর্তব্য উভয়েরই যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। দায়িত্ব পালন না করিবার অছিলায় অনেকেই নানা অজুহাত দেখাইয়া থাকেন। এই ধরনের অজুহাত নিজের সঙ্গে প্রতারণা করারই সামিল। উচ্চ শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে একই কথা বলা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সরকারি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর পড়িবার শর্ত রূপে চুক্তি বা 'বন্ড' স্বাক্ষর অবৈধ নহে, বলিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলিয়াছে, চিকিৎসকের চুক্তিভঙ্গ সংবিধান অমান্য করিবার সমান। এই বক্তব্যটি মনোযোগ দাবি করে। নাগরিকের অধিকার যেমন সংবিধান নিশ্চিত করিয়াছে, তেমনই নাগরিকের কর্তব্যও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু আইনের ফাঁসে নাগরিককে বাঁধিয়া কর্তব্যের খুঁটিতে বাঁধে নাই সংবিধান। নাগরিক আপন বুদ্ধিতেই নিজের কর্তব্য নির্দিষ্ট করিবে, জনহিতের পথে সে আপনিই হাঁটিবে, ইহাই প্রত্যাশা। আক্ষেপ, চিকিৎসকদের একাংশ সংবিধানের সেই প্রত্যাশাকে মর্যাদা দেন নাই। তাঁহাদের ক্ষোভ, সকলেরই আপন পেশাদারি জীবনে উন্নতির স্বাধীনতা রহিয়াছে, চিকিৎসকেরই বা থাকিবে না কেন? চিকিৎসকেরা স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া নিজের ইচ্ছামতো কাজ করিতে পারেন না, তাঁহাদের সরকারের নির্দেশ অনুসারে গ্রামে গিয়া দুই-তিন বৎসর কাটাইতে হয়। উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিলম্বিত হইয়া যায়, বহু সুযোগ হারাইতে হয়। ইহা কি চিকিৎসকদের প্রতি অন্যায় নহে? ত্রিপুরা সহ বারোটি রাজ্যে স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল শিক্ষার শর্তরূপে 'বন্ড' সই করিতে হয় চিকিৎসকদের। অনেকগুলি রাজ্যে তাঁহারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইয়া মুক্তি চাহিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্ট মনে করাইল, কর্তব্যের বন্ধন হইতে মুক্তি মিলিতে পারে না। সরকারি কলেজে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করিতে বহু অর্থব্যয় হয়। চিকিৎসকেরা সরকারি সহায়তায় পড়িবেন, অতঃপর সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় যোগ দিয়া কয়েক বৎসর গ্রামে গিয়া চিকিৎসা করিবেন, এই দান-প্রতিদানের উপরে গ্রামীণ চিকিৎসাব্যবস্থা নির্ভরশীল। চিকিৎসক তাঁহার 'স্বাধীনতা' খুঁজিবার অর্থ গ্রামের মানুষের প্রতি দায় অস্বীকার করা। কারণ সরকারি চিকিৎসা ব্যতীত বিশেষজ্ঞের পরিষেবা পাইবার উপায় গরিবের নাই। পাশ করিয়া অনেকে চুক্তি-নির্দিষ্ট টাকা ফিরাইয়া মুক্তি দাবি করেন। তাহা হয়তো আইনত বৈধ, কিন্তু নীতির দৃষ্টিতে কি সমর্থনের যোগ্য? চিকিৎসকদের নালিশ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে সুলভ শিক্ষা আরও অনেকে পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের তো চুক্তি নাই। চিকিৎসকই কেন চুক্তিবদ্ধ হইবেন? ইহার উত্তর, জনস্বার্থের নিরিখে চিকিৎসকদের পেশার সহিত অপরাপর পেশার যে তুলনা চলে না, এবং সেই ফারাকটির কারণেই তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশাও ভিন্ন, এই কথাগুলি জানিয়াই তাঁহারা এই কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। চয়নের অধিকার থাকিলে তাহার দায়ও লইতে হয়। তখন কাঁদুনি গাহিলে চলে না। চিকিৎসকের প্রতিও কি সরকারের দায় নাই? গ্রামে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঠাইলেই চলে না, তাঁহাকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া জরুরি। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেখানে শল্যচিকিৎসক আছেন সেখানে রোগীকে অজ্ঞান করিবার কেহ নাই। বা, উদরের রোগের চিকিৎসা করিয়া দিন কাটাইতেছেন রেটিনা-বিশেষজ্ঞ। শূন্যস্থান ভরাইতে যে কোনও হাসপাতালে যে কোনও চিকিৎসক পাঠাইবার ক্ষমতা রাজ্যের আছে। কিন্তু সে বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের সহিত জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া প্রায়ই দুষ্কর। জেলার সরকারি চিকিৎসকদের পেশাদারি চাহিদার প্রতি সরকার কতটা সজাগ? কেবল জোর খাটাইলে চলিবে না, সংবেদী হওয়াও জরুরি। যাহারা সংবেদনশীল হইতে পারেন তাহারা নিজের দেশমাতৃকার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই সব বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সংবেদনশীলতার উন্মেষ ঘটুক সেটাই চান আমজনতা।

চাঁদের মাটি স্পর্শ করার অপেক্ষায় 'বিক্রম' ল্যান্ডার, উৎকণ্ঠায় ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরা

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রায় দেড় মাসের যাত্রা। দীর্ঘ পথ সফল ভাবে পাড়ি দেওয়ার পর এ বার চূড়ান্ত পর্যায়ে চাঁদের মাটিতে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিল চন্দ্রযান ২-এর বিক্রম ল্যান্ডার। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রোভার-সহ অবতরণ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার ভোররাত ১.৩০ থেকে ২.৩০ মিনিটের মধ্যে চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটি স্পর্শ করার তিন ঘন্টার মধ্যেই বিক্রম ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"।

ইসরো জানিয়েছে, বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার পরই, শনিবার সকাল ৫.৩০ থেকে ৬.৩০ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"। ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ৭ সেপ্টেম্বর ভোররাতে মসৃণ ভাবে প্রায় পালকের মতো গিয়ে চাঁদের মাটিতে বসে পড়বে ল্যান্ডার। এই প্রক্রিয়া ১৫ মিনিটের। আর এই ১৫ মিনিটই কার্যত অগ্নিপরীক্ষা। ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার পর রোভারটি আলাদা হয়ে যাবে। এই রোভারটি ৬ চাকার একটি যন্ত্রযান, যা চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধের মাটিতে ঘুরে বেড়াবে। চাঁদের এক দিন অর্থাৎ পৃথিবীর ১৪ দিন ধরে চাঁদের মাটিতে ঘুরবে এই রোভার।

উন্নাও-তদন্তে আরও সময়, সিবিআই-কে দু'সপ্তাহ সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উন্নাও মামলায় গাড়ি দুর্ঘটনার তদন্তে আরও দু'সপ্তাহ সময় পেল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)ঊ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের সামনে গাড়ি দুর্ঘটনার তদন্তে অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল সিবিআইঊ সিবিআই-এর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলায় অতিরিক্ত দু'সপ্তাহ সময় পেল সিবিআইঊ এই প্রথম নয়, এর আগেও সিবিআই দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

ক্রমশই নিম্নমুখী পেট্রোল-ডিজেল, খানিকটা সস্তা জ্বালানি তেল-এর দর

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পেট্রোল-ডিজেলের দর কমছেই। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার ফের সস্তা হল পেট্রোল-ডিজেল। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। কলকাতায় শুক্রবার ০.০৮ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৪.৫৮ টাকা। ডিজেল মাত্র ০.০৫ পয়সা নেমে হয়েছে ৬৭.৫৪ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, শুক্রবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে দিল্লি ও মুম্বইতেঊ দিল্লিতে ০.০৯ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭১.৮৬ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.০৬ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৫.১৪ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়েও ০.০৮ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম এবং ০.০৫ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৭৭.৫৪ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৬৮.৩১ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ প্রসঙ্গত, জ্বালানি তেলের দর আবারও কমতে থাকায় হাঁফ ছেড়েছেন সাধারণ মানুষ।

ঘুম—আমার চোখের দাস

ভাস্কর লেট

ঘুম বড়ই তুচ্ছ জিনিস। 'হেলাফেলা' বা 'হতচ্ছেদ্দা'-র কথা বলছি না কিন্তু। 'তুচ্ছ' মানে বলতে চাইছি ভালরকম 'সম্ভাবনা' আছে, যদিও 'ফল' নিয়ে ভাবতে হয় না, এমনধারার বস্তু। গুরুত্ব যথেষ্ট আছে এবং সেজন্যই এক অর্থে সেটা 'গুরুত্বপূর্ণ' নয়। ঘুম 'তুচ্ছ' বলেই যেকানে -সেখানে ঘুমিয়ে পড়া যায়। যেমন, লোকাল ট্রেনে। পৌনে একঘণ্টার বাসযাত্রায়। এমনকী, তুড়ুক দূরত্বের মেট্রোতেও।

এবার বলি, ঘুম তুচ্ছ হতে পারে, কিন্তু চটজলদি ঘুমের টেকনিক আদৌ অবহেলা করার নয়। এই যে দমদমে মেট্রোয় উঠলেন, নামবেন ধরুন, কালীঘাট। কতটা পথ? পঁচিশ মিনিট মতো। কি একটু উনিশ-বিশ। রোজ যান। যখন ওঠেন, বসার জায়গাও মেলে, ধরে নিচ্ছি। এরপরেও কিন্তু রেগুলারিটি-সহ 'ভাতঘুম' যদি দিতে চান মেট্রোতে, তাহলে কিছু ছাঁদ, কৃৎকৌশল, ধরনধারণ অভ্যাস করতেই হবে আপনাকে। বাধ্যতামূলক। নইলে, একেহাতে পেনসিল, অন্যহাতে স্লেটে চোদ্দোর চারের মতো অবস্থা হবে। হয় কোনও দিন নির্ধারিত স্টেশন পেরিয়ে যাবে। নয়তো কোনও দিন ভয়ে বয়ে চোখের পাতায় আঠা ঘন হবে না। ঘুম হবে ছ্যাকরা ছ্যাকরা। আর, মাঝখান থেকে শরীরটাকে এমন জাঁদরেরল ম্যাজম্যাজিন গ্রাস করবে, অফিসের কাজ পণ্ড হওয়ার জোগাড়। কাঁড়ি কাঁড়ি ডেলি প্যাসেঞ্জার আছেন, যাঁরা অল্প পথটুকুও মোলায়েম করে ঘুমিয়ে নিতে পারেন, জানেন। স্রেফ নিজস্ব কায়দার জোরে। কোন সিটে বসব, কীভাবে ঘুমব, কেমন করে শরীরের ভিতরের বালিঘড়িটাকে পাখি পড়ার মতো করে সমঝাতে পারব কখন জাগ্রত হতে হবে সবটাই আর্ট। রেওয়াজি, উচ্চমার্গীয় শিল্প। নিপুণ ও সরস। ঘুমিয়ে পড়ছেন, স্নায়ু শিথিল হচ্ছে ও হয়েছে, মস্তিষ্ক খানিক হাত-পা ছেড়ে এলোমেলা হয়ে চা-সিগ্রেট খাওয়ার মতো বিলাসিতা অর্জন করেছে ও করছে, টানটান সচেতনতার শিকলটা বেশ আলগা, অথচ আপনার অলক্ষ্য রাশ খেলার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না, তক্কে তক্কে থেকে ঠিক সময়ে মগজকে বলছে, ব্যাটা ওঠ, নামতে হবে যে রে। এই চাবুক-শাসন একাগ্র সাধানার জোরেই লাভ করতে হয়।

নিজের কথা উঠলে বলব আমি ট্রেনেও ঘুমাই, আবার মেট্রোতেও ঘুমাই। আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের একেকটা পথ, একেকটা স্পেল। আঁট কষে মাঠে নামতে পারলে হেসে-খেলে কুড়ি মিনিট ঘুম হবে। একেবারে সলিড। যেদিন মার যায়, ব্রহ্মতালু বিগড়ে থাকে। শোকার্ত লাগে। অভাবী ও নিঃস্ব মনে হয়। মনে হয় শ্যাওলার মতো, বেঘর।

বেশির ভাগ জার্নি করি লোকল ট্রেনে। সেজন্য প্রথমেই ট্রেনের কথা বলি। আজ্ঞে ট্রেনে ঘুমাই বটে,তোফা ঘুমাই, কিন্তু অফিস আসার পথে ভালমতো ঘুমটা জমে না। একটা কারণ হয়তো সময়াভাব। সব লেনদেন তো স্যর খুচরোয় হয় না। হয়, বলুন? কানিক পুঁজি থোক অ্যামাউন্টে থাকা জরুরি। অথচ লোকাল ট্রেনে উঠে ফের মেট্রো ধরার যে সময় পথ আমার বেলায় তা মোটে সাত মিনিটের। কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে দেখেছি। যে-স্টেশনে উঠলাম, সেখান থেকে পাক্কা সাত মিনিট লাগে নামার স্টেশনে উপনীত হতে ভিড় ও ভাঁড় ব্যাগ ও বাউল, নারী ও নয়নবাণ টের পেতে পেতে এবং সামলাতে সামলাতে একদমে ইস্টিশন চলে আসে। রক্তে বিলিরুবিন অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে না গেলে, বা গভীর রমণক্লান্তিতে আক্রান্ত না হলে অত দ্রুত ঘুমানোর সম্ভব নয়।

ঘুমটা জমে তাই ফেরার পথে। রাতের দিকে। লোকজনের চলাচল স্তিমিত না হলেও কইঝাঁকের কাদ্দাটা থিতিয়ে আসে এগারোটার পর থেকে। সিট অঢেল। তাড়া নির্ধারিত। দু'মিনিট দেরি হলে বউ নিশ্চয় জেরা করবে, তবে লেট ফাইন অন্তত আমাকে দিতে হবে না। আর খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের এই সময়টুকুই হচ্ছে অনবদ্য সব সম্পাদ্য-উপপাদ্য ফলানোর জব্বর অবকাশ। রোজ রোজই চারশো চল্লিশ ভোল্টের একটা নিদারুণ বিপদ শিরোধার্য করে। আমি মহার্ঘ ঘুম-প্রকল্পে ঢুকি। সেটা হল, যদি একবার ডেস্টিনেশন ফশকে যায়, টার্গেট বিদ্ধ করতে না পারে আমার ছোড়া তির, তাহলে বাড়ি পৌঁছতে মেলা হ্যাপা পোহাতে হবে। রাতের দিকে ট্রেন সচরাচর কমে আসে। তায় কমিউনিকেশন লিমিটেড, চালকসর্বস্ব ও অর্থবহুল। ঘুম তেকে জাগতে না পারলে কোন স্টেশনে গিয়ে যে পৌঁছব, জানি না।

মনে আছে, বিশ্বকর্মা পূজোর এক রাতে যাদবপুর থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন সেই ফুলবাবুটি। বাহারি শার্ট। দামি জিন্স। পায়ে উডল্যান্ডস ঝলকেই বোঝা যাচ্ছে বেশ কয়েক হাজার টাকা গায়েগতরে ওই ফুলবাবুটির সঙ্গেই সফর করছে ট্রেনে। হাতের ঘড়িটিও মূল্যবান না হয়ে যায় না। তৎসহ ওঁর জিন্সের দু'পকেট যেভাবে উঁচিয়ে রয়েছে, স্পষ্টতই ধরা যাচ্ছে, দু'টি মোবাইল পকেটে রয়েইচে। সেগুলির বস্তুমূল্য যেমন আছে, তেমনই আছে তথ্যমূল। মোবাই খোয়া গেলে অনেকগুলো অত্যাবশ্যক কনট্যাক্ট নাম্বার চকিতে নিরুদ্দেশ হবে।

বাবুটি উঠেই নবাবি চালে সিগারেট ধরালেন। দামি, লম্বা, খানদানি ব্রান্ড। তোয়াক্কাই করলেন না ট্রেনের কামরায়—যদিও প্যাসেঞ্জার অল্প এবং রাতের নিয়মিত প্যাসেঞ্জারদের পরস্মৈপদী নেশা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না—অন্য সহযাত্রীরা কে কী মনে করবেন। দুমদাম ধূমপান করতে করতেই জুতো -সমেত পা জোড়া তুলে দিলেন সামনের বসার সিটে। যেন পা-দানি। যেন বা বিদ্যাসাগর। হেঁড়ে গলায় গানও ধরলেন, 'মুসাআআআফির'.......। অর্থাৎ বাবুটি পেটে বেশ ক'পাত্র তরল আগুন রয়েছে। জমজম করছে। যত জ্বলছে তীব্র সে-পাবক, তত পাকছে নেশা, ততই বাড়ছে চনমনে উন্মাদনা। সম্রাটপ্রতিম হাবভাব, বাঘের বাচচাতুল্য দুঃসাহস, ইংরেজ বেনিয়াদের মতো সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসার এই তো মোক্ষম বিকাশপর্ব।

না তিনি কারও পানে দৃক্পাত করলেন না। কার্য্য সঙ্গে অনর্থক, অবান্তর, অপ্রায়োজনীয় খেজুরে আলাপে গেলেন না। শার্টের ওপরপ্রান্তের দু'টি বোতাম খুলে, আরও একটি সিগারেট ধরানোর তাল কষতে কষতে,হঠাৎ ফাঁকা। কাঠের সিটে লম্বমান হয়ে শুয়ে, কার্যত মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকী, নাকও ডাকতে থাকল। নিত্যযাত্রী প্যাসেঞ্জার কেউ কেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচালেন। মাতালরা যখন হুজ্জুতি রচনায় ওস্তাদ। কেউ বেফালতু চিৎকার করে। কেউ ঝগড়ার তাল ঠোকে। কেউ গায়ে পড়ে গল্প করতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ডিস্টাবিংহড়াৎ করে বমি করে যারা। ফুলবাবুটি স্যাট করে ঘুমিয়ে পড়ায় একগাদা দুশ্চিন্তার আলস্যমেদুর সমাধান মিলল। তাঁকে কেউ চেনেনা না সেইভাবে। কিন্তু নেশায় অচৈতন্য হয়ে যেভাবে ঘুমচ্ছেন ভদ্রলোক, যদি নামার নির্ধারিত স্টেশনটি পেরিয়ে যায়, সব্বোনাশ হয়ে যাবে যে। দু'তিনজন কিছুক্ষণ উসখুস করে আর থাকতে না পেরে ফুলবাবুটির সামনে দাঁড়িয়ে 'ও ভাই', 'ও দাদা', 'ও মশাই শুনছেন', বলে হাঁকডাক করতে শুরু করলেন। কোনও সাড়া নেই। শব্দ প্রত্যুত্তর নেই। একজন আরেকটু প্রগল্ভ হয় ঘুমন্তের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েও দিলেন। রেজাল্ট আশাপ্রদ হল না। কী করা এবার? তখন একজন নিত্যযাত্রী, ওই ট্রেনের ওই কামরায় প্রায় রোজই ওঁকে দেখি আমরা, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বেশভূষা, বয়সেও বারিক্কি, কোনও রিস্ক না নিয়ে ফুলবাবুটির হাত থকে ঘড়ি ফুলে জিনসের ভাঁ পকেটে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিলেন। একটা হাত ঝুলছিল। তুলে দিলেন হাতটি বুকের পর। আঙুল থেকে আলগা হয়ে আসা সিগারেটটি কেড় নিয়ে গুঁজে দিলেন বুকপকেটে। সবাই দেখছে, ঘুমন্তর প্রতি এক সহযাত্রীর মমত্বের দেয়াল -গাঁথুনি। তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'কে জানে, ব্যাটা কোথায় নামবে? একটু পরেই না সব চুরি হয়ে যায়।

মর‌্যাল যতই ঘুমাও নামার স্টেশন বুলে গেলে হবে না। ভোগান্তি যা হওয়ার তো হল, সেই সঙ্গে ইজ্জতও ভুলুণ্ঠিত হবে। শর্ট ডিসট্যান্স ঘুমের অদ্বিতীয় ও অলঙ্ঘনীয় শর্ত ঘুমোতে গিয়ে বাড়ি পেরিয়ে যাওয়া চলবে না। যথেষ্ট ঘুমাও বাপু, তবে নামার আগে শতাংশভাগ সচেতন দশায় ফিরে এসো, অধিষ্ঠিত হও। তারপর টুপ করে নেমে পড়ো। তবে না সাপও মরল, এদিকে 'উপায়' নেই। যেখানে মনে হচ্ছে 'মাস' উবে গেল, সেখানে আসলে তা রূপান্তরিত হয় 'শক্তি'-তে। এখনোও সি নিয়ম বলবত।ট্রেনে-বাসে ঘুমাচ্ছ কেন? না, আরামের জন্য। দেহ মনে জুত আনতে। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে যদি দেখতে হয় বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে এসেছি, বিস্তর কাঠখড় দাহ করে ফিরতে বিনিয়োগ? কেনই বা ঘুম? হারিয়েগেলে চলবে না তাই। শ্রমকে রূপান্তরিত করো মোহঘুমের সুবাসে। প্রথম প্রথম যখন ট্রেনে ঘুমতাম বাড়ি ফেরার রাস্তায়,টেনশন হত। নামতে পারব তো? অর্থাৎ ঘুমই হত না। আস্তে আস্তে লক্ষ করলাম, যাঁরা ঘুমান তাঁরা ঠিক গন্তব্যে নামার মিনিট চারেক আগে চোখটি খুলছেন। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নিরুত্তাপ। যেন জানেন, ব্যাটের সুইট স্পটে এমন তাগড়াভাবে 'কানেক্ট' করেছেন বল, যে,চার হবেই, মানে, ঘুমটি ভাঙবেই সন্ধিক্ষণে। কেমন করে বোঝান ওঁরা? সবটাই কি মনঃসংযোগ? না কি বাহ্য লক্ষম কিছু আছে? আমার জেদ চেপে গেল। উদ্ধার করতেই হবে সংকেত।

শেষ পর্যন্ত পেলাম সেতু। যে স্টেশনে নামব, তার কিছুক্ষণ আগে ট্রেন ঝমঝমিয়ে একটা রেল-সেতু পেরয়। সেতুটি অনতিদীর্ঘ, তবু জম্পেশ আলোড়ন ওঠে। ইস্পাতে ইস্পাতে ঝন্ঝনে ঠোকাঠুকিতে আপসে ঘুম ভেঙে যায় তখন। রোজ, সকাল সন্ধে রাত্রে যতবার যাব, ওই রেল -সেতু না পেরিয়ে গতি নেই। কতদিন তো ইতিমধ্যে গিয়েছি, সেতুও পেরিয়েছি, অথচ সেতুটির ফিজিক্যাল অস্তিত্ব এত শারীরিকভাবে কখনও টের তো পাইনি? যেন সূর্যোদয় হল একদিনে।

ওই সেতুই হয়ে গেল আমার সিগন্যাল। যখন পেরবে, নির্দেশ-নিক্ষিপ্ত শব্দভেদী বাণ কানে এসে বিঁধবে স্বতঃই। জেগে যাব। অমনি। এমনি এমনি হরলিক্স খাওয়ার মতো করে।

সমীকরণটি বটিকাবৎ হজম করে একটু একটু করে ঘুম দিতে শুরু করলাম ট্রেনে। সেতুতে এসেই দিব্যিসে ঘুমে চিড় ধরত। তারপর কালে কালে এমন অভ্যাস রপ্ত করলাম, কী বলব, যেটুকু সময় ঘুমব, তা বড়ি ক্লকের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গেল। এখন, সেতু অপরিহার্য নয় আর। সেতু পেরিয়ে গেলেও উঠে পড়বই এখন, ঠিক যেখানে উঠে পড়তে হবে, নামার প্রাক্লগ্নে। ঝক্কিহীন, নিরুপদ্রব, অভিসন্ধিমুক্ত সপাট কনফিডেন্সে চমৎকার ঘুম হয় রাতের অল্পদূরত্বের ট্রেনে ট্রেনে এখন।

খুঁতখুঁতানি কখন বানে? যখন ক্রম-নিশ্ছিদ্র হতে থাকে প্রতিষ্ঠাকামী মন। যখন থাক-থাক চর্বি জমার উপক্রম হয় হাড়গিলে, স্ট্রোগ্লসর্বস্ব জীবনে। কিছু কিছু মধ্যবিত্ত চিত্তে সুখের সময়েও সাইরেন বাজে---এ আনন্দ সইবে তো বাপ? যাতে সয়, যাতে টেকসই হয়, সেজন্য নিরাপত্তার পরিখা জুড়ে বারেবারে জরিপ ও সন্দর্শনের কাজ চলতে থাকে। এটাই খুঁতখুঁতানি বাড়ার মৌল লক্ষণ। ছোট্ট একটা ভুল ত্যারটা করে মৃদু একাট 'ভ্রান্তি' মানেই কষ্টলব্ধ প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠরাঘাত। না বাবা, তার চেয়ে চাবি ঘুরিয়ে লক করে যে-তালা আগে তিনবার পরীক্ষা করে দেখতুম, এখন নাহয় আরও দু'বার বেশি দেখব। একটু বেশি সতর্ক হলে রসাতলে যাবে না জগৎ।

স্টেশনে নামার ব্যাপারটায় যেই না-পরোয়া অ্যাটিটিউড চলে এলে আমার, যখন বুঝে গেলাম ঘুমটি আমার সাবালকত্ব অর্জন করেছে, ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় পকেটে রুমাল। নিয়ে বেরতে শুরু করলে বাপেরা যেমন টের পেয়ে যায় যে, পুত্র লায়েক হয়েছে, সংসারের জোয়াল টানতে পারার মতো সমর্থ হয়ে উঠছে ছেলের কাঁধ ও কবজি, তখনই ছেলের আগ্রগতিও সমৃদ্ধি নিয়ে পূর্বের চেয়েও চারগুণ বেশি চিন্তা-কাতুরের হয় ওঠে বাপেরা---তেমনই আমিও আগায় আহ্লাদিত হলাম, গোড়ায় হলাম বেজায় ভীত, খুঁতখুঁতে আর বদমেজাজি। সৌজন্য ঘুম ট্রেনের কামরায় ঘুম।

নামতে পারব---কনফার্মড। এবার তাহলে দেখতে হবে, যাতে ঘুমটা হয় ঠিকঠাক, তাই তো? এর উত্তর নিহিত আছে আরেকটা প্রশ্নের গর্ভে। সেটি হল, ঘুম কেন ভালমতো হয় না, কেন ফাতনায় সামান্য টান পড়েলেই ঘুম চটে যায়? কারণগুলি অধিকাংশ বাইরের অজুহাত। ভৌত। পারিপার্শ্বিক-নির্ভর। যেমন ধরুন, যে সিটে বসে ঘুম দিলেন, তাতে ছারপোকা আছে। ঘুম হবে? নাগাড় জ্বলুনি আর একতাল বিরিক্তিতে নাম খগেন হয়ে যাবে না কি? তাহলে বসতে হবে এমন সিটে যা ছারপোকার উপদ্রবের আওতার নয়। এটা 'চান্স ফ্যাক্টর'। একটা। যত এড়িয়ে চলা যাবে, মঙ্গল। এমন গুচ্ছ গুচ্ছ চান্স ফ্যাক্টর আছে। যা আপনার সাধের নধর ঘুমটির দফারফা করে দিতে পারে।

আমি তাই প্রাণপণে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠলাম এসব চান্স ফ্যাক্টরের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে। প্রায় বারো -চোদ্দো বছর আগের কথা বলছি। 'চান্স ফ্যাক্টর' টার্মটা তখনও আমার কল্পনায়, অবচেতনে, শব্দভাণ্ডারের সান্দ্র তরলে আয়েশি হাবুডুবু খাচ্ছে। সেটি ভূমিষ্ঠ হবে অনেক পরে। বলতে গেলে প্রায় হালে, গৌতম ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ পড়ে। লিখছেন তিনি মুম্বাই ক্রিকেট চিরকাল বলে এসেছে বল দ্যাখো। শুরু থেকে শেষ অবধি বল হারাতে দিয়ো না। সচিনের প্রস্তুতি প্রথম দেখাল যে ঠিক করে বল দেখাটা ক্রিকেটের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট যেমন দ্রুতগামী তাতে বল দেখে রিঅ্যাক্ট করলে লম্বা ইনিংস সম্ভব নয়।একে তো বল নানান বাঁক নেয়। বাউন্স করে। তার ওপর সবচেয়ে সমস্যা হবে চাপের মুখে। তখন মস্তিষ্ক সেকেন্ডের কয়েক ভগ্নাংশ দেরিতে সিদ্ধান্ত নেয়। এই মাইক্রো সেকেন্ডের মন্থরতাই উইকেট খসিয়ে দেয়। কোন মহাতারকা সেই ঝুঁকি নেবে? আবার লিয়েন্ডার পেজকে উদ্ধৃত করা যাক, বড় টেনিস প্লেয়াররা চাপে বেশি ভাল খেলে এজন্যই বলা হয় যে তাদের মেন্টাল প্রোগ্রামিং দারুণ থাকে। এই স্পিডে বল দেখে কেউ রিঅ্যাক্ট করে না। এদের মাসল মেমরি অনুশীলনে অনুশীলনে এত ভাল যে আপনাআপনি রিঅ্যাকশন হতে থাকে।

ঘুম ডেলি প্যাসেঞ্জারের কাছে একটা নেশা। তুড়ি মেরে বিশ মিনিট ঘুমিয়ে নেওয়ার মধ্যে একটা জানকবুল মাদকতা আছে। শরীরের জন্য সেই ঘুম যত না দরকার, মানসিক, তৃপ্তির জন্য দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। তাই পোড়াখাওয়া ডেলি প্যাসেঞ্জার কোনও চ্যান্স ফ্যাক্টর রেখে এগতে চান না। ঘুম ভেস্তে দিতে পারে এমন সামান্য সম্ভাবনাও সমূলে উৎপাটিত করতে চান। শচীন বা লিয়েন্ডারের কথা টেনে আনা আপাতভাবে হয়তো বাড়াবাড়ি ঠেকবে। ক্রিকেট বা লন টেনিস এঁদের কাছে নেহাত খেলা হয়ে থাকেনি। জীবনযাপনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও বলব, চান্স ফ্যাক্টর জিনিসটাকে বাড়তে দেওয়া মানেই আগাছার অযথা জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া। ওইটে সর্বাগ্রে হঠাও। যাবে তো মোটে তিরিশ কি চল্লিশ কি পঞ্চাশ মিনিট। হইটই, শোরগোল ট্রেনে কমবে না। বাড়বে উত্তরোত্তর। পাঁচমিশালি পাবলিক। কেউ সুভদ্র,কেউ তেরিয়া , কেউ ট্যাঁটা কেউ তিলেখচ্চর, কেউ উদাসীন, কেউ সাম্যবাদী, কেউ বিপ্লবপ্রখর,কেউ বা ডানাকাটা বিশ্বসুন্দরী। কেউ বই পড়ছে, কেউ গুঁতো মারছে, কেউ গুটখা খাচ্ছে, কেউ অনর্গল বাতকর্ম ছড়াচ্ছে, কেউ দুঃখবিলাসে মেতেছে, কেউ বা তাস খেলতে খেলতে প্রতিটি দানের অন্তে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে হার-জিতের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জল্পনায় আর পার্টনারকে ধমেকচমকে শেষ করছে। এর সবকটাই চূড়ান্ত এবং বিপজ্জনক 'চান্স ফ্যাক্টর'। ঘুমের প্রতিবন্ধক। শত্তুর। সর্বনাশা ব্লু হোয়েল। ঘুমতে হলে এদের সঙ্গে লড়ে, প্রত্যেকটাকে টিট করে আপনাকে ঘুমটুকু ছেঁকে নিতে হবে।

লাঠি যার, জমি তার। পুরনো প্রবাদ।

আমার কাছে শীতকালের ঘুমে সবচেয়ে বন বাগড়া হল, গরম রক্তের মানুষজন, ঘটনাচক্রে যাঁরা কিনা ওই ট্রেনে ওই কামরায় আমার সঙ্গেই যাচ্ছেন। এঁরা শার্দুলবিক্রমে জানলার কাচ তুলে রাখেন। কিছুতেই নামাতে দেন না। সোয়েটার, মাফলার টুপি, দস্তানা পরে জানলার ধারে বসে ঠাণ্ডা হাওয়া গিলতে গিলতে যাচ্ছেন, রকমসমক, যেন সাইরেবিয়ায় জন্মেছেন, আর কুমেরুতে কাজের সুবাদে বাস করছেন গত বারো বছরের অধিক। ঠাণ্ডা হাওয়া যদি খাবি তাহলে শীতবস্ত্র ন্যাকামি করে পরেছিস কেন বে? হতে পারে তোর হিমোগ্লোবিন মাত্রা ১৮ আমার তো নয়। বেমক্কা হাওয়া খেলে গতরজব্দ হয়ে জ্বরে ভুগব যে। ট্রেনে উঠে তাই প্রথমেই ঘন ঘন পর্যবেক্ষণে বুঝতে চেষ্টা করি, সামনের সিটের বা অব্যাবহিত পাসের লোকটি গাড়ি চলতে শুরু করলেই হাঁই -হাঁই করে জানলার কাচটি তুলে দেবেন কি না। যদি মনে খচখচ করে, কদাচ বসি না। নাগাড়ে তর্ক করব, যুক্তিবিস্তার করে বোঝাব কেন কাচ ফেলে দেওয়া উচিত, না কি দু'দণ্ড ঘুমাব, নিত্য-নেশায় সেঁকে নেব আত্মা? প্রাধান্য যেহেতু দ্বিতীয়টি তাই সরে পড়ো। অভিজ্ঞতাটুকু মাস্ল মেমরির মধ্যে ভরে নাও। অন্যপক্ষের চালচলন, হাবভাব দেখেই আন্দাজে লগি মারতে শুরু করে দাও। যদি বোঝা নির্ভেজাল ঘুমে অন্তরায় হতে পারে, চান্স ফ্যাক্টর উপড়াতে সরে পড়ো সেখান থেকে খুঁজে নাও অন্য সিট।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন বিএনপিকে সংকটে ফেলে দিয়েছে : সেতুমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৬।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন বিএনপিকে সংকটে ফেলে দিয়েছে।'তারা এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না' উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি দিশেহারা হয়ে বিদেশীদের কাছে ধর্না দিয়ে দেউলিয়া ও হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে। শেখ হাসিনার সুশাসন তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয়। বিএনপি যতই বিরোধীতা আর চেচামেচি করুক লাভ হবে না।'শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং উন্নয়ন ম্যাজিকের মতো। তার জুড়ি বিশ্বে নেই। একজন রাজনীতিকের চিন্তা থাকে পরবর্তী নির্বাচন আর শেখ হাসিনার চিন্তা পরবর্তী জেনারেশনের উন্নয়ন।' ওবায়দুল কাদের শুক্রবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জন্মদিন জনগণের ক্ষমতায়ন দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি উদযাপন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুবলীগ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী।সেতুমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা অসাধারণ নেতৃত্বের অধিকারী। ১৭ কোটি মানুষের জন্য শেখ হাসিনার যে মমতা তা অন্য কোনো নেতার মধ্যে নেই। তিনি জেগে আছেন বলে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছে। দেশ জেগে আছে।কাদের বলেন, জাতীয় পার্টিতে যে টানাপোড়েন চলছে তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, আমাদের নয়। নিয়ম অনুযায়ী স্পিকার বিরোধী দল নির্বাচন করবেন। রংপুর নির্বাচনে ৭ সেপ্টেম্বর দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।শেখ হাসিনার উন্নয়ন এবং তার ভাবমূর্তি মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব এবং আওয়ামী যুবলীগ সেটি করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যুবলীগ আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করে। যুবলীগের রাজনীতি অস্ত্রবাজি নয়, লেখা-পড়া শিখানোর রাজনীতি।ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুশাসনে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছে।

তিনি বলেন, বিএনপির আন্দোলন এখন বোতলবন্দী হয়ে আছে। তারা আন্দোলনের কথা বলে নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করছে। তাঁরা মাঠে নেই। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে সমাবেশ, লিফলেট বিতরণ, ঢাকার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সরকারের সাফল্য তুলে ধরা, আলোকচিত্র প্রদর্শনীসহ মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

আওয়ামী যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজার পরিচালনায় এতে প্রধান বক্তা ছিলেন যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।প্রেসিডিয়াম সদস্য মজিবর রহমান চৌধুরী, আব্দুস সাত্তার মাসুদ, আতাউর রহমান আতা, মহানগর দক্ষিণের সহ-সভাপতি সারোয়ার হোসেন মনা, আনোয়ার ইকবাল সান্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান বকুল, মাকসুদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে অস্ট্রেলিয়া : ড় মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৬।। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্থায়ীভাবে প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগে অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে বলে বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছে।এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া রোহিঙ্গা সংকট পরিস্থিতির ব্যাপারে মিয়ানমারের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত কক্সবাজারে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহযোগিতা বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে।বৃহস্পতিবার রাজধানীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেরিস পেইনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মেরিস এ আশ্বাস দেন।

শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশনের (আইওআরএ) ব্লু-ইকোনমি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের দুইদিনব্যাপী সম্মেলন ২০১৯ এ যোগদানের জন্য তিনদিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

৪ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে আসার আগে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন পরিস্থিতি পরিদর্শনে মেরিস পেইন মিয়ানমার সফর করেন।বৈঠককালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, আস্থার অভাবে রোহিঙ্গারা রাখাইন রাজ্যে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছে। তিনি আন্তর্জাতিক তদারকিতে রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জবাবে পেইন বলেন,কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে তিনি বাস্তব ও মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি অনুধাবন করেছেন।রোহিঙ্গা পরিস্থিতি ছাড়াও দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি,স্থিতি ও সমৃদ্ধি জোরদারে একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মোমেন বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিনিয়োগে অস্ট্রেলিয়ার প্রতি আহবান জানান।বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে বোঝাপাড়া ক্রমশ বাড়ছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশীদের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের নির্দেশনা রিভিউ করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানান।তিনি ঢাকায় অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনে ভিসা অফিস পুনরায় চালুর অনুরোধ জানান।

সম্প্রতি এই অফিস দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়েছে।মোমেন ঢাকা বিমান বন্দরের এভিয়েশন নিরাপত্তার মান উন্নয়ন করায় এয়ার কার্গো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য অস্ট্রেলিয়ান মন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান।

পেইন বলেন, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ এসব অনুরোধ বিবেচনা করবে এবং এ বিষয় বাংলাদেশকে জানাবে।তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

বিএনপির হুমকিতে আমরা ভীত নই : মোহাম্মদ নাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৬।। আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বিএনপির তথাকথিত হুমকিতে আমরা কেউ ভীত নই।তিনি বলেন, বিএনপি সব সময় রাজনীতিতে ভুল করে আসছে, আবারও ভুল করতে যাচ্ছে। তারা নির্বাচন বয়কট করার ঘোষণা দিয়ে নির্বাচন করেছে। পার্লামেন্টে আসবে না বলে পার্লামেন্টে এসেছে।

তিনি শুক্রবার পাবনার সুজানগর উপজেলার বিরাহিমপুরে নবনির্মিত মরহুম খোরশেদ আলম স্মৃতি জামে মসজিদ উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।মোহাম্মদ নাসিম বলেন, বিএনপিকে অনুরোধ করবো এখন এই সমস্ত ফাঁকা আওয়াজ না দিয়ে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সরকারকে সহযোগিতা করুন। আমাদের ভুলত্রুটি হলে পার্লামেন্টের ভেতরে কিংবা বাইরে আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করুন।

আপনারা অন্য কোন পথ অবলম্বন করলে আবার ভুল করবেন।নাসিম বলেন, আমরা মনে করি শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছে। জঙ্গিমুক্ত হয়েছে এই সোনার বাংলা। আগামী নির্বাচনে আবারও আমরা জয় লাভ করবো। এতে কোন সন্দেহ নাই বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।সংসদ সদস্য নাসিম আরো বলেন, শেখ হাসিনা মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়,খাবার ও চিকিৎসা দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে এখন কিছু স্বাধীনতা বিরোধী অনুপ্রবেশ করেছে। তারা রোহিঙ্গা ইস্যুতে দেশকে অস্থিতিশীলতা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হবে।

এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য আহমেদ ফিরোজ কবির, সাবেক এমপি মোহাম্মদ তানভীর, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউল রহিম লাল, জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, সাঁথিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ দেলোয়ার, সুজানগর উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিনুজ্জামান শাহিন, পাবনা চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুবুল আলম মুকুল সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গোয়ালপোখরে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে জখম যুবক

গোয়ালপোখর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার চাঁদভিটা এলাকায় দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে জখম যুবক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে। শুক্রবারও থমথমে রয়েছে গোয়ালপোখর এলাকার পরিস্থিতি। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ছিনতাইবাজদের কাজ এটি।

বৃহস্পতিবার রাতে চাঁদভিটা এলাকায় সাইকেল খেলা দেখে, মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন পারভেজ আলম। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু। অভিযোগ, আচমকা তাঁদের মোটরবাইক আটকে মোবাইল ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে দুই ছিনতাইবাজ। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মোবাইল উদ্ধার করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে লড়াই করার চেষ্টা করে পারভেজ ও তাঁর বন্ধুরা। এই সময়েই গুলি চালিয়ে বসে এক ছিনতাইবাজ। আহত হন পারভেজ। পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পারভেজের বাড়ি গোয়ালপোখরের বরোগছ এলাকায়। গুলিবিদ্ধ যুবকের আত্মীয়রা জানিয়েছেন, সাইকেল খেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে এমনটা ঘটেছে। কারা কেন এই আক্রমণ করল, তার কোনও আন্দাজ নেই। গুলি চলার পরে স্থানীয় মানুষজন গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন। তাঁরাই গুলিবিদ্ধ পারভেজকে ইসলামপুর হাসপাতালে পাঠান। ছিনতাইবাজদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে অভিযোগে সরব হন এলাকার সকল মানুষ। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। পরে আহত পারভেজের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

প্রয়াত প্রখ্যাত লেখক কিরণ নাগরকর, শোকের ছায়া সাহিত্য জগতে

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাহিত্য জগতকে শোকস্তব্ধ করে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার কিরণ নাগরকরঊ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনিঊ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছরঊ হাসপাতাল সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার জয়ী কিরণ নাগরকরঊ দক্ষিণ মুম্বইয়ের হাসপাতালে চিকিতাধীন ছিলেন তিনিঊ বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয়েছে তাঁরঊ

১৯৪২ সালে মধ্যবিত্ত মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিরণ নাগরকরঊ মুম্বই ও পুণে-তে তাঁর ছাত্রজীবন কাটেঊ ১৯৭৪ সালে, তখন তাঁর ৩২ বছর বয়স তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাত সক্কম ত্রেচালিশ'ঊ এরপরও একাধিক উপন্যাস লিখেছেন তিনিঊ ২০০১ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন তিনিঊ সাহিত্যিক ছাড়াও নাট্যকার এবং চিত্র নাট্যকার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন কিরণ নাগরকরঊ বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার কিরণ নাগরকর-এর প্রয়াণে শোকের ছায়া সাহিত্য জগতে

রওশনপন্থীরা অপরাধ করেছে, অভিযোগ কাদেরপন্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৬।। যারা রওশন এরশাদকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন, তারা দলের গঠনতন্ত্রবিরোধী 'অপরাধ' করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন জিএম কাদেরপন্থী অংশের নেতা কাজী ফিরোজ রশীদ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে দলের প্রেসিডিয়াম ও সংসদ সদস্যদের এক যৌথসভা চলাকালে সাংবাকিদের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। দলের সাবেক মহাসচিব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুও তার সঙ্গে ছিলেন।জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, "যারা রওশন এরশাদকে পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন তারা গঠনতন্ত্রবিরোধী অপরাধ করেছেন। তারা সাধারণ জনগণ এবং জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।"

এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য আসন রংপুর-৩ এর উপনির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ঘিরে জাতীয় পার্টিতে গৃহদাহের আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। গত কয়েকদিনে এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ভাই জি এম কাদেরের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে।এরশাদের মৃত্যুর পর কো-চেয়ারম্যান কাদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন, যদিও তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রওশন সমর্থকরা।গত মঙ্গলবার জি এম কাদের তাকে বিরোধীদলীয় নেতা করতে স্পিকারকে চিঠি দেওয়ার পর পাল্টা চিঠিতে বিরোধীদলীয় উপনেতা রওশন বলেন, কাদের দলের মত না নিয়েই ওই পদ চাইছেন।এরশাদ বেঁচে থাকার সময় এই দুজনের দ্বন্দ্ব সামলেছিলেন; কিন্তু তার অবর্তমানে দুজন মুখোমুখি দাঁড়ানোয় নেতারাও ভাগ হয়ে পড়েছেন।কাজী ফিরোজ রশীদ ব্রিফিংয়ে বলেন,জাতীয় পার্টির মাঝে বিভ্রান্তি যারা ছড়াচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গঠনতন্ত্রের ২০/১/ক ধারা মোতাবেক গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপিকে পার্টির চেয়ারম্যান পদে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। পরবর্তীতে ১৭ অগাস্ট প্রেসিডিয়ামের সভায় উপস্থিত সকল সদস্য গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপিকে বিরোধী দলীয় নেতা হতে সমর্থন দিয়েছেন। এ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।"

তিনি বলেন, পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে এরশাদ স্পিকারকে চিঠি দিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা, উপনেতা ও চিফ হুইপ নির্ধারণ করেছেন সব সময়। এটা পার্টি চেয়ারম্যানের এখতিয়ার। সিদ্ধান্ত নেওয়া জন্য তিনি কখনো পার্লামেন্টারি কমিটির সভা করেননি। গঠনতন্ত্রেও সেরকম সভা করার কথা লেখা নেই।জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি এবং তিনিই হবেন সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা।ব্রিফিংয়ে উপস্থিত আরেক প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু বলেন,জাতীয় পার্টি দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দল। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নির্দেশনায় জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধ আছে। তিনি তার ছোট ভাই গোলাম মোহাম্মদ কাদেরকে গঠনতন্ত্র অনুসরণ করেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

বাবলুর অভিযোগ, যারা বা যে 'অন্য কাউকে' জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন, তারা তিনি 'অবৈধ কাজ' করেছেন। আর চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি যার নাম ঘোষণা করেছেন, তিনি এর প্রতিবাদ না করে 'সীমা লঙ্ঘন' করেছেন।শুক্রবার বিকেল ৫টায় জিএম কাদেরের সভাপতিত্বে প্রেসিডিয়াম ও সংসদ সদস্যদের যৌথ সভা শুরু হয়। এর আগে কাদেরের সভাপতিত্বেই পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভা হয়। সেখানে রংপুর-০৩ আসনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট নেওয়া ঠেকাতে ১৮ নির্দেশনা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৬।। রোহিঙ্গা ও ভুয়া তথ্য ব্যবহারকারীদের পাসপোর্ট নেওয়া ঠেকাতে তথ্য যাচাইয়ের নথিতে আবেদনকারীর ছবি যুক্ত করে জেলা পুলিশেরে কাছে পাঠাচ্ছে চট্টগ্রাম নগর পুলিশের বিশেষ শাখা।পাশাপাশি চট্টগ্রাম নগর পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে ১৮টি নির্দেশনাও জারি করা হয়েছে তথ্য যাচাইকারী কর্মকর্তাদের জন্য।চট্টগ্রাম নগর পুলিশের বিশেষ শাখার কর্মকর্তারা বলছেন, এসব নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে ভুয়া পরিচয়ে পাসপোর্ট সংগ্রহ করা কঠিন হবে রোহিঙ্গাদের জন্য।

নতুন পাসপোর্ট আবেদনকারীর জমা দেওয়া দুটি ফরমের একটি সংরক্ষিত থাকে পাসপোর্ট কার্যালয়ে। অন্য ফরমটি পাঠানো হয় পুলিশের বিশেষ শাখায়।বিশেষ শাখা থেকে আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা এবং জেলা পুলিশ তার স্থায়ী ঠিকানা যাচাই করে। আর শহরের বাইরের ঠিকানা দিয়ে কেউ পাসপোর্টের আবেদন করলে একটি ফরম পাঠানো হয় ওই জেলার বিশেষ শাখায়।চট্টগ্রাম নগর পুলিশের বিশেষ শাখার অতিরিক্ত উপ-কমিশনার মনজুর মোরশেদ বলেন, প্রতি মাসে অন্তত দুই হাজার পাসপোর্ট আবেদনের তথ্য যাচাই ফরম আসে তাদের কাছে।আবেদনকারীরা যাতে কোন ধরনের তথ্য গোপন করে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে না পারে সে বিষয়ে ১৮টি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আবেদনে কোনো তথ্যে গড়মিল থাকলে পাসপোর্টের ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হবে না।আগে আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানার তথ্য যাচাইয়ের জন্য নগর পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে জেলা পুলিশের বিশেষ শাখায় পাঠানো নথিতে ছবি থাকত না। স্থায়ী ঠিকানায় ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করতে আবেদনকারীর নামই ছিল সম্বল।

নগর বিশেষ শাখার উপ-কমিশনার আব্দুল ওয়ারিশ বলেন,আমরা এখন জেলার বিশেষ শাখায় নথি পাঠানোর সময়ও আবেদনকারীর ছবি যুক্ত করে দিচ্ছি।

যাতে ছবি দেখে আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানাসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য সহজে নিশ্চিত করা সহজ হয়।চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট নিয়ে রোহিঙ্গাদের বিদেশ যাত্রার বেশ কয়েকটি ঘটনা সম্প্রতি ধরা পড়েছে।

এসব ঘটনায় দেখা যায়, ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে ভুয়া তথ্যে দিয়ে রোহিঙ্গারা জাতীয় পরিচয়পত্র, জাতীয়তা ও জন্ম নিবন্ধন সনদ নিচ্ছে। সেসব নথি দিয়ে তারা পাসপোর্টের আবেদন করছে।পাসপোর্ট কর্মকর্তারা সন্দেহের বশে কয়েকজন রোহিঙ্গাকে শনাক্ত করে আটক করতে পারলেও সবক্ষেত্রে তা করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানিয়েছেন তারা।আব্দুল ওয়ারিশ বলেন, "আমরা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের যে ১৮টি নির্দেশনা দিয়েছি, সেগুলো অনুসরণ করলে ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে কেউ পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবে না।"এসব নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০০০ সালের আগে যাদের জন্ম তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে। তা অনলাইনে যাচাই করে যাচাইকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিতে হবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং যাদের এনআইডি নেই, তাদের মা-বাবার এনআইডি যাচাই করতে হবে।

আবেদনকারীর ছবি যাচাইয়ের পাশাপাশি ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সনদ, সত্যায়নকারীর পরিচয় এবং সত্যায়ন করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।নির্দিষ্ট ঠিকানায় তথ্য পাওয়া না গেলে আবেদনকারীর ভূমিহীন সনদ, তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা আছে কিনা, সেসব তথ্যও যাচাই করতে হবে।এছাড়া আবেদনকারীকে চেনেন এমন স্থানীয় দুই ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বরও নিতে বলা হয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের।

দেশপ্রেমিক প্রজন্মই উন্নত দেশ গড়তে পারে : তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৬।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ দেশপ্রেমিক প্রজন্ম সৃষ্টির জন্য দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'খেলাঘর'-এর অবদানের প্রশংসা করে বলেছেন, একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক ও মেধাবী হতে হবে এবং অন্যের প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে।তিনি বলেন, '২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই দেশপ্রেমের চেতনা ও আধুনিক জ্ঞান সম্বলিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, নিকট ভবিষ্যতে বিশ্ব বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নতি প্রত্যক্ষ করবে।

মন্ত্রী শুক্রবার শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন হলে খেলাঘর, ঢাকা মহানগর উত্তর ইউনিটের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড় কামাল উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ইউনিট সভাপতি আরিফুর রহমান।সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা ড় সেলু বাসিত, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা মো. শফিকুল শফিক ও খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুনু আলী।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৬৭ বছর ধরে খেলাঘর শিশুদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ড় হাছান বলেন, '২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে আজকের এই শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ তার স্বপ্নের ঠিকানায় শুধু পৌঁছেই যাবে না, সেই ঠিকানা অতিক্রম করতে পারবে। আজ পাকিস্তান বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে আক্ষেপ করে, আর ভবিষ্যতের সেদিন সমগ্র বিশ্ব অবাক তাকিয়ে দেখবে এদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতি।'তিনি বলেন, 'আর এজন্য প্রয়োজন আমাদের শিশু-কিশোরদের জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, মাদক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি থেকে মুক্ত রেখে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা, যে কাজকে খেলাঘর ও এ ধরণের উদ্যোগ অনেক এগিয়ে নিতে পারে'।

নিজের জীবন দর্শনকে সহজে ব্যাখ্যা করে ড় হাছান বলেন, 'সময় জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান।

আর মানুষ আলোর বেগে ছুটতে না পারলেও প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে পারে। আর শৈশব-কৈশোরই হচ্ছে জীবনকে গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ সময়।'হাছান মাহমুদ বলেন, 'জীবন মানেই যুদ্ধ। আমি পারবোই- এমন প্রত্যয়ে বুক বেঁধে এগিয়ে চলতে হবে লক্ষ্যের দিকে। জয় আসবেই।'

অর্থনীতিকে ফোকলা করেছে সরকার: ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, সেপ্টেম্বর ০৬।। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের অর্থনীতি ফোকলা করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীর এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।মির্জা ফখরুল বলেন, "আজকের পত্রিকাতে আছে, অর্থমন্ত্রী বলেছেন, হল-মার্ককে আবার সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ লুটেরা অর্থনীতিকে আবার লুটেরার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসা হবে। এদের চরিত্র হচ্ছে- এরা লুটেরা।

"আমি আগেও বলেছিলাম এরা সব লুট করছে চারিদিকে। এমনভাবে লুট করছে যে, দেশ ফোকলা একটা দেশে পরিণত হতে চলেছে, অর্থনীতি ফোকলা হতে চলেছে।"এম সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা হয়। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য ২০০৯ সালের এই দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।তাকে স্মরণ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেননি। দেশ বিক্রি করে দেননি।দেশের ব্যাঙের ছাতার মতো তৈরি ব্যাংকগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, অনেক চাপের মুখেও নতুন ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানি খোলার সুযোগ দেননি সাইফুর রহমান।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য সাইফুর রহমান সব সময় সাহেব সংগ্রাম করতেন।সাবেক অর্থমন্ত্রী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সব চেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন দাবি করে তিনি বলেন, "আজকে ওই গ্রামীণ অবকাঠামো খুঁজে দেখেন, সেই জায়গায় কোনো বরাদ্দ নাই।

বিএনপি নেতা কাইয়ুম চৌধুরী ও এজিএম শামসুল হকের পরিচালনায় আলোচনা সভায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, শামসুজ্জামান দুদু, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও প্রয়াত নেতা পুত্র সাবেক সাংসদ এম নাসের রহমান বক্তব্য দেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচার দিশা দেখাতে পারে ছিছোরে

অভিনয়:সুশান্ত সিংহ রাজপুত, শ্রদ্ধা কপূর, প্রতীক ববর পরিচালক: নিতেশ তিওয়ারিপ্রতিদিনের হাজার হেডলাইনের মধ্যে বেশ কিছু খবর থাকে যেগুলি আমাদের ভাবাতে বাধ্য করে। স্কুলের এক পড়ুয়াপরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না করায় আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। সেই খবর নিয়ে কিছুদিন আলোচনা চলে।তার পর আবার চলে ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা। অভিভাবকেরা বুঝতেই পারেননা তাঁদের প্রাণচঞ্চল সন্তানের মধ্যে কবে বাসা বেঁধেছে অবসাদ, পরীক্ষায় হেরে যাওয়ার ভয়। এই বিষয় নিয়ে সবিস্তার আলোচনার আগে জেনে নেওয়া যাক সম্প্রতি বলিউডের একটি ছবির কথা, যে ছবির সঙ্গে এই খবরগুলির বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে।এমনই এক গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি।ছবির নাম ''ছিছোরে''। বলিউডে বেশ কিছুদিন ধরে এমন সব ছবি বক্স অফিসে রাজত্ব করছে, যেছবির গল্প সাধারণ মানুষের কাহিনি শোনায়। এমনই এক সাধারণ অথচ খুবই প্রাসঙ্গিক একটি গল্প বলছে ''ছিছোরে''। ছবি শুরু হয় এমন এক ছাত্রকে দেখিয়ে যে তার জীবনের একমাত্র টার্গেট করে ফেলেছে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার।নাহলে তাকে ''হেরো'' বলবে সবাই, কারণ তাঁর অভিভাবকেরা দু''জনেই স্কলার। রেজাল্টের দিন নিজের ব্যর্থতাকে কীভাবে নেবে বুঝতে না পেরে নিজের জীবনকে শেষ করার চেষ্টা করে।হাসপাতালের ডাক্তার জানান, তাঁদের ছেলে তখনই বাঁচবে যখন তার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছেটা থাকবে।এবারই শুরু হয় ছবির গল্প যেখানে ছেলেটির অভিভাবক (সুশান্ত সিংহ রাজপুত ও শ্রদ্ধা কপুর)নিজের জীবনের সেই সময়কে মনে করতে থাকেন যেখানে নিজেদের কলেজ জীবনে নিজেরাই ''লুজার'' নামে পরিচিত ছিলেন। নিজের কলেজজীবনের সেই সব ছিছোরে বন্ধুদের আসতে বলেন তাঁদের ছেলের কাছে। কারণ, এই কাহিনি বলা শুরু হলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াইয়ের তাগিদ খুঁজে পায় ছাত্রটি। শুরু হয় বাবা-মায়ের বন্ধুদের নিজের জীবনের কাহিনি।হেরো হয়েও কীভাবে জীবনের রেসে ফাইটার হয়েছে তাঁরা। এই গল্প দর্শককে হাসাবে, কাঁদাবে,নতুন প্রজন্মকে বাঁচার তাগিদ যেমন দেখাবে, তেমনই প্রবীণদের নস্টালজিক করে তুলবে।এই ছবির স্পেশাল ক্রিনিং হয়েছে দেশের ১১টি শহরে। সাংবাদিকদের সঙ্গে এই ছবি দেখানো হয়েছে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরও। এই অভিনব প্রচার দেখে পরিচালক নীতিশ তিওয়ারিকেদু''টি প্রশ্ন করতেই হল এই প্রচার ও এই ছবির নাম নিয়ে। তাঁর কথায়:''আমি মনে করি এই ছবিটি দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ,এই ছবি তাঁদের এন্টারটেইন তো করবেই সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্পর্কে তাঁদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও দেবে।তাই নতুন প্রজন্মকেই দেখাতে চেয়েছি ছবিটি।'''' ছবির নামকরণ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ''প্রত্যেকেই যাঁরা হস্টেল জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা অল্পবিস্তর দুষ্টুমি করেছেন।কেউ প্রথম দিকে তো কেউ কলেজের শেষের দিকে।এই দুষ্টুমিটা নিজেদের মনের মধ্যে থেকে গিয়েছে জীবনের বিভিন্ন সময়ে। তাইআমার মনে হয়েছেএই ছিছোরে নামটাই প্রকৃত প্রকাশ করবে কলেজ জীবনের বন্ধুত্বকে।''''ছবির ট্রেলার দেখে যাঁরা এই ছবি দেখতে যাবেন তাঁদের মনে হতেই পারে, শুধুমাত্র কলেজ জীবনের কিছু দুষ্টুমি,প্রেম, বন্ধুত্বের সঙ্গে নস্টালজিয়া থাকবে এখানে। তবে ছবি শেষ হতে হতে এক নির্মম সত্যের সঙ্গে পরিচিত হবে দর্শক।নিজের অজান্তেই অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে মানসিক চাপ দিয়ে ফেলেন। এই ছবিতে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন পরিচালক, সেই বিষয় নিয়েই কিছু কথা জানালেন মনোবিজ্ঞানী অনুমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়: ''বাবা-মা যথেষ্ট চাপে থাকেন, তাঁরা নিজেরাও কোথাও যেন ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে চাননা। তাঁদের উচিত বাচ্চাদের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে শেখানো, জীবনে না শুনতে শেখাতে হবে, কারণ জীবনে সবকিছুই মনের মতো হয়না। সেই ব্যর্থতাকে জয় করে এগোতে শেখাতে হবে, নিজেদেরকেও কেরিয়ার কাউন্সেলিং করাতে হবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও নতুন কী কেরিয়ার অপশন তৈরি হচ্ছে খোঁজ নিতে হবে। সবথেকে বড় কথা, শুধুমাত্র মার্কশিট দিয়েই সন্তানকে বিচার না করে তাঁর প্রতিভাগুলোকে খুঁজে সেই দিক গুলিকেই উতাহ দিতে হবে। তবেই হয়তো ছাত্রের আত্মহত্যারমতো বিষয় এড়ানো সম্ভব।''''''ছিছোরে'' ছবিটি নতুন প্রজন্মের দর্শককে জীবন সম্পর্কে নতুন দিশাদেবে।অনাবিল আনন্দের সঙ্গে সমাজের এক ভয়াবহ সত্যকে হাসির ছলেই পরিচালক দর্শকদের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।'' সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি। বিচ্ছিন্নতা আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্তা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

ডটর অব নেশন' সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন লতা মঙ্গেশকর

মহানগর ওয়েবডেস্ক: তাঁর গলাতে আছেন মা সরস্বতী। এই কথা এখন সর্বজন বিদিত। ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের মাথায় উঠতে চলেছে নতুন মুকুট। কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের জন্য একটি বড় খেতাব দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সূত্রের খবর, তাঁকে ''ডটর অব নেশন'' হিসাবে আখ্যায়িত করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলতি মাসের ২৮ তারিখ ৯০ বছরে পা দেবেন কিংবদন্তি গায়িকা লতা। আর সেইদিন উপহার স্বরূপ তাঁর মাথায় এই খেতাব তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। মূলত ভারতীয় সিনেমাতে কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর অবদান ও কাজের জন্য এই খেতাব উঠবে লতার মাথায়।এই বিষয়ে এদিন সেন্সর বোর্ডের চেয়্যারম্যান ও গীতিকার প্রসূন যোশি জানিয়েছেন, ''মোদীজি লতা মঙ্গেশকরের খুব বড় ফ্যান একজন। তাঁর গানের গলা খুব পছন্দ প্রধানমন্ত্রীর। ভারতীয় হিসাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর গানের গলা। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লতাজির ৯০ তম জন্মদিনে তাঁকে ''ডটর অব নেশন'' সম্মানে সম্মানিত করবেন। এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের বিষয়।''কার্যত কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। অর্থাত বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ ও যার গলাতে মুগ্ধ গোটা দেশ। তাঁর মাথায় এই অনন্য সম্মানের কথা শুনে আপ্লুত লতার ফ্যানেরা। যদিও সাংবাদিকের এই বিষয়ে কিছুই জানাননি কিংবদন্তি লতা মঙ্গেশকর।

ডিস্কো দিওয়ানে, তালে তালে নেচে জমিয়ে দিলেন দীপিকা

দ্য ওয়াল ব্যুরো: দিব্যি র‍্যাম্পে হাঁটছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। হঠাতই ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে উঠল ''ডিস্কো দিওয়ানে''। ব্যাস আর যায় কোথায়। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেননি দীপিকা। চোখ ধাঁধানো লেহেঙ্গা পরেই নেচে উঠলেন দীপিকা। দর্শকাসনে তখন বসে শ্বেতা নন্দা এবং জয়া বচ্চন। হাততালি দিয়ে দীপিকাকে উতসাহ দিতেও দেখা গেল তাঁদের। র‍্যাম্পে হাজির বাকিরাও ততক্ষণে তাল মিলিয়েছেন দীপিকার সঙ্গে। সব শেষে এসে যোগ দিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলাও।একটানা ৩৩ বছর। বলিউডে দাপিয়ে কাজ করেছেন ফ্যাশন ডিজাইনার আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলা। বি-টাউনের নামিদামি প্রায় সব তারকাই একবার হলেও পরেছেন এই দুই বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনারের ব্র্যান্ডের পোশাক। ৩৩ বছরের সফল জার্নি সেলিব্রেট করার জন্যই এ বার এই দুই ফ্যাশন ডিজাইনার আয়োজন করেছিলেন এক ফ্যাশন শোয়ের। সেখানেই আবি জানি আর সন্দীপ খোসলার ডিজাইন করা লেহেঙ্গা পরে র‍্যাম্প মাতালেন দীপিকা।

এবার ঘরোয়া উপায়ে সাইনাসের ব্যথা সমাধান করুন!

বিনোদন ডেস্ক : ব্যথা যদি হয় সাইনাসের, প্রতিকারের জন্য রয়েছে ঘরোয়া পদ্ধতি। সাইনাস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ভেতর দপদপ করে, কপাল, গাল ও চোখেও চাপ অনুভব করেন। এই রোগ সংহভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, তাই বিশেষজ্ঞরা অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন।এই ওষুধ ছাড়াও সাইনাসের ব্যথা কমাতে ঘরোয়া প্রতিষেধক ব্যবহার করা যায়। আর এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি পন্থা এখানে জানানো হল।মুখের ভেতরের ''ক্যাভিটি'' বা খালি জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত ''মিউকাস'' বা শ্লেষ্মা জমে গেলে সেখান থেকে সাইনাসের জটিলতা দেখা দেয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, ''মিউকাস মেমব্রেইন''য়ে প্রদাহ হওয়ার কারণে এই অসহ্য ব্যথা ও চাপ দেখা দেয়। সমাধানভাপ নেওয়া: নাকের ''ক্যাভিটি'' বা খালি স্থানে এবং ''সাইনাস''য়ের যাতায়াতের পথে ''মিউকাস'' বা শ্লেষ্মা জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গরম জলের ভাপ গ্রহণ করলে এই জমে থাকা ''মিউকাস'' পাতলা হবে এবং এর স্বাভাবিক অপসারণ সহজ হবে।গরম জল দিয়ে স্নান করার সময় লম্বা শ্বাস নিলে উপকার পাওয়া যায়। আবার একপাত্র জল গরম করে তার উপর মুখ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিলেও কাজ হয়। বাষ্প আটকে রাখার জন্য মাথা থেকে লম্বা তোয়ালে ঝুলিয়ে গরম পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে। চাইলে ওই গরম জলে কয়েক ফোঁটা ''এসেন্সিয়াল অয়েল'' মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।গরম সেঁক দেওয়া: মুখের যে স্থানে সাইনাসের চাপ অনুভব হচ্ছে সেখানে এক টুকরা গরম কাপড় দিয়ে চাপ দিলে আরাম পাওয়া যায়। চোখ ও নাকের উপর সেঁক দিলে বন্ধ নাক খুলে যায়।ঝাল খাবার: শুনতে অবাক লাগলেও ঝাল খেলে সাইনাসের সমস্যার সাময়িক সমাধান পাওয়া যায়। ঝাল লঙ্কা থাকে ''ক্যাপসাইসিন'' নামক উপাদান যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক। আর এই উপাদানের কারণে ঝাল খেলে নাক দিয়ে জল আসে।গুনগুনিয়ে গান গাওয়া: আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাওয়া এই উপায়ও নাকি কার্যকর, দাবি করেছেন কিছু সুইডেনের বিশেষজ্ঞ। এক মিনিট বা তারও বেশি সময় প্রিয় গানটি গুনগুনিয়ে গাইলে সাইনাসজনীত মাথাব্যথা কমে। এর কারণ হল গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার কারণে বাতাসের প্রবাহ বাড়ে, যা সাইনাস পরিষ্কার রাখে।জল পান: যত বেশি জল পান করবেন, মিউকাস বা শ্লেষ্মা ততই পাতলা থাকবে। আবার পর্যাপ্ত জল পান করলে সাইনাস আর্দ থাকবে, ফলে ভালো অনুভব করা যাবে। আর গলা শুকিয়ে যায় এমন যেকোনো খাবার বা পানীয় থেকে বিরত থাকতে হবে।দারুচিনি: এই মসলায় রয়েছে প্রদাহরোধক গুণ। সাইনাসের ব্যথা অতিরিক্ত হয়ে গেলে দারুচিনিতে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

দর্শক ভালো ছবি চায়, সহজ চিত্রনাট্য পছন্দ করি না: আয়ুষ্মান খুরানা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ''এই মূহুর্তে জীবনের সবথেকে ভালো সময় কাটাচ্ছি। কেরিয়ারে কোনও চাপ নেই। এইসবের পেছনে রয়েছে আমার কাজ যা দর্শকরা পছন্দ করছেন'' বলে জানালেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, আমি আশা করছি সিনেমা এবং মানুষের মধ্যে যে মেলবন্ধন রয়েছে তা যেন বক্স অফিসে ভালো ছাপ ফেলে।

বক্স অফিসে অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি সুপারহিট। শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ''আর্টিকেল ১৫'' বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে। তাঁর মতে, দর্শক এখন ভালো ছবি দেখতে পছন্দ করছেন, গল্প, চিত্রনাট্য যদি ভালো হয়, সেই ছবি দেখতে বাধ্য তারা। আয়ুষ্মান বলেন, আমি কখনই সহজ চিত্রনাট্য গ্রহণ করি না। একটু কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং বিষয়ে কাজ করতে ভালো লাগে।তিনি বলেন, কেরিয়ারের শুরু থেকে এখনও অবধি সহজ চিত্রনাট্য গ্রহণ করিনি এবং পছন্দও করি না। আমি জানি না সহজ ছবি কী। ছবি নিয়ে ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি কারণ, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে আমি পারব।

ছবিতে কাহিনির মাধ্যমেই মানুষ থিয়েটারে ছুটে আসবে এবং দর্শকেরা এখন ভালো ছবি দেখতে পছন্দ করে বলে জানান অভিনেতা। ''দাম লাগা কে হাইশা'', ''শুভ মঙ্গল সাবধান'', ''বাঁধাই হো, ''আন্ধাধুন'' এবং ''আর্টিকেল ১৫''-এর মতো ছবিতে আয়ুষ্মান অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তিনি জানান, এই সব ছবির পেছনে গল্প রয়েছে। ''শুভ মঙ্গল'' এবং ''বাঁধাই হো'' আমার জীবন পালটে দিয়েছে। সমকামীতা নিয়ে মানুষের যে চিন্তাভাবনা রয়েছে তা বদলাতে শুরু করেছে। ''বাঁধাই হো'' ছবিতে এমন একজন দম্পতির কাহিনি দেখানো হয়েছে যা দেখার পর সমাজ অনেকটাই বদলে যাবে বলে মত আয়ুষ্মানের। তবে বলিউডের ব্যস্ততম অভিনেতাদের মধ্যে একজন হলেন তিনি।উল্লেখ্য, ''ড্রিম গার্ল'', ''বালা'', ''গুলাবো সিতাবো'', এবং ''শুভ মঙ্গল জায়দা সাবধান'' ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই তিনি ''বালা'' ছবির শ্যুটিং শেষ করে ফেলেছেন। ''গুলাবো সিতাবো''-তে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করছেন আয়ুষ্মান খুরানা।

কার আদলে সিম্বা, বাস্তবের সেই সিংহশাবককে চেনেন?

সিম্বাকে দেখে এলেন? না পরিকল্পনা করছেন এই সপ্তাহের শেষে বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে সিম্বার পরিচয় করিয়ে দেবেন? তবে তার আগে চিনে নিন বাস্তবের সেই সিম্বাকে, যাকে দেখে অ্যানিমেটররা পর্দার সিম্বাকে এত সুন্দর করে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার ''বাড়ি'' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস চিড়িয়াখানায়।ডালাস চিড়িয়াখানার যে সিংহ শাবককে সামনে রেখে পর্দায় সিম্বাকে আঁকার কাজ শুরু হয়েছিল তার নাম ''বাহাতি''। তখন তার বয়স ছিল মাত্র এক মাস।''দ্য লায়ন কিং'' মুক্তির দিনই ডালাস চিড়িয়াখানার ফেসবুক পেজে একটি ১৩ সেকেন্ডের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়। ভিডিয়োর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ''বাহাতি না সিম্বা?''ছোট্ট এই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি সিংহ শাবক মাথা ঘোরাচ্ছে, গর্জন করার চেষ্টা করছে। এই সবই ফুটে উঠেছে অ্যানিমেটেট সিম্বার মধ্যে। তাইপর্দাতে আপনি বার বারমিল খুঁজে পাবেন বাহাতির সঙ্গে সিম্বার।ভিডিয়োটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পর্দার সিম্বার মতোই ভালবাসা পাচ্ছে বাহাতি। ইতিমধ্যেই ডালাস চিড়িয়াখার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োটি ৫৩ হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে।ভিডিয়োটির সঙ্গে পোস্টে লেখা হয়েছে, যখন দ্যলায়ন কিং

তৈরির জন্য ভিডিয়ো তুলে ডিজনিকে দেওয়া হয়। তখন বাহাতির বয়স ছিল মাত্র এক মাস। সেই সময় বাহাতি কী ভাবে টলমল পায়ে হাঁটত, তার মুখ থেকে কী ভাবে দুধের ফেঁটা ঝরে পড়ছে, সব কিছু ক্যামেরাবন্দি করে পাঠানো হয় ডিজনিকে। এই ভিডিয়ো দেখে ডিজনির অ্যানিমেটররা সিম্বাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।ভাবছেন এখন বাহাতির বয়স কত? চিড়িয়াখানার তরফে জানানো হয়েছে, সেদিনের সেই ছোট্ট বাহাতি আজ পরিণত সিংহ, বয়স দু'' বছর।

টিইউআইসিপি নেতৃত্বরা শুক্রবার সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতার হোটেল থেকে গ্রেফতার ভিনরাজ্যের ৩ সোনা পাচারকারী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফের সাফল্য কলকাতা পুলিশের ঊ শুক্রবার বড়বাজারের হোটেল থেকে গ্রেফতার হয় ভিনরাজ্যের ৩ সোনা পাচারকারী ঊ মুম্বই ও রাজস্থান থেকে ধৃতরা কলকাতায় এসেছিল সোনা নিতে ঊ এদিন ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় নগদ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ঊ এছাড়াও উদ্ধার হয় ৩ টি সোনার বার, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, অনেক দিন ধরেই পুলিশের কাছে খবর আসছিল সীমান্ত পার করে কলকাতায় আসতে চলেছে কিছু সোনা পাচারকারী ঊ তারপরেই এদিন গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে কলকাতার বড়বাজারের এক হোটেলে আস্তানা গেঁড়েছে ভিনরাজ্যের সোনা পাচারকারীরা ঊ সেই খবর পাওয়ার পরেই বড়বাজারে ওই হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ ঊ সেখান থেকেই ৩ সন্দেহ ভাজককে আটক করে পুলিশ ঊ পরে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে মেলে মত অঙ্কের নগদ টাকা তিনটি সোনার পাত ঊ টাকা সহ সোনার সঠিক হিসেব দিতে না পারার পরেই এদিন ওই ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, গোটা রাজ্য জুড়ে এক বড়সড় সোনা পাচারের ফাঁদ পেতেছে সোনা পাচারকারীরা ঊ বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা সোনা কলকাতায় প্রথম পৌঁচচ্ছে সল্টলেক ঊ সেখান থেকে সোনা পৌঁছে যাচ্ছে বড়বাজার চত্বরে। সীমান্ত পার হয়ে সেই সোনা নিতে বড়বাজারে আসছে ভিনরাজ্যের পাচারকারীরা। তাদের কাছ থেকে ওই সোনা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে। এই সোনা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে স্মাগলাররা, তাদের সঙ্গে রয়েছে মহিলারাও ।

এই মহিলাদের কাজ হল, প্যাসেঞ্জার সেজে অটোওয়ালার হাতে সোনার বার তুলে দেওয়া। তারপর সেই অটো ড্রাইভার সোনা পৌঁছে দিচ্ছে বড়বাজারে। বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে সোনা ঢুকছে শহরে। উত্তরবঙ্গ থেকে সোনা পাচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সড়কপথ ও রেলপথে। অন্যদিকে একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া দিয়েও স্মাগলিং করা হচ্ছে প্রচুর সোনা। সীমান্তবর্তী এলাকায় এই সোনা পাচার করার দায়িত্বে থাকছে মহিলারা ঊ তারা সেই সোনা মোটা টাকার বিনিময় ট্রেনে, বাসে করে নিয়ে আসছে শহরে। তাদের সাহায্য করার জন্য থাকছে বিভিন্ন রুটের অটো ঊ সেই অটোর নম্বর ও রুট আগে থেকেই বলে দেওয়া থাকে ওই মহিলাদের। তারপর সেই নির্দিষ্ট সময়ে অটো পৌছে যাচ্ছে নির্দিষ্ঠ চত্বরে, হাত বদল হচ্ছে সোনার। এই ভাবেই রাজ্যের গোটা সড়ক পথকে কাজে লাগিয়ে চলছে ভিনরাজ্যে চলছে সোনা পাচার ।

পুনর্বাসনের ভূমি হস্তান্তর, চরমপত্র কাটিগড়ার ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী হরিটিকরের বাস্তহারা ৯-টি পরিবারের

কাটিগড়া (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক নদীর কড়াল গ্রাসে বাস্তুহারা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হরিটিকর গ্রামের দুস্থ নয় (৯)-টি পরিবার কাটিগড়া সার্কল অফিসারকে এক চরমপত্র প্রদান করেছে। হরিটিকর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা মাখন দাস, আশু দাস, নিশু দাস, অমর দাস, সত্যেন দাস, অঞ্জু দাস, গোপীরানি দাস, বাতাসিরানি দাস, সঞ্জু দাসরা এই চরমপত্র প্রদান করেছেন। সার্কল অফিসার জিতেন্দ্র টাইডের অনুপস্থিতিতে বড়বাবু বিমলকান্তি ধর তাঁদের হাত থেকে এই চরমপত্র গ্রহণ করেছেন। বাস্তুহারাদের সাথে ছিলেন বিজেপি কাছাড় জেলা কমিটির সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী। চরমপত্র প্রদান করে ভুক্তভোগীরা বলেন, চলতি বছরের ১৪ জুন এসডিএলএ-এর অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বস্বান্ত ৯-টি পরিবারের হাতে পুনর্বাসনকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে দশ কাঠা করে জমির অনুমোদনপত্র তুলে দিয়েছিলেন কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন। তবে তা আজও বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়নি। শুধু নথিপত্র দেখানোই সার। তাঁরা বলেন, মাস-খানেক আগে সার্কল অফিসার দু-দিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন। ২-দিনের মধ্যেই তাঁদের জমির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এক মাসের ওপর হয়ে গেছে, দুদিন আর হয়নি। তাই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আশু দাস, মাখন দাসদের জমির বন্দোবস্ত করে তাঁদের ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ভূমিহীন অসহায় হরিটিকরবাসী ওই নয় পরিবার পরিবারবর্গকে নিয়ে সার্কল কার্যালয়ে আশ্রয় নেবেন, চরম পত্রে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মাখন দাসরা। হরিটিকরের অসহায় ও ভূমিহীন দুস্থ ৯-টি পরিবারকে পাশে নিয়ে বিজেপি কাছাড় জেলা কমিটির সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী জানান, দল এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা এই ৯-টি পরিবারের পাশে থাকবেন। সুব্রতবাবু আরও বলেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে দাবি মানা না হলে আশু দাসরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবেন। যতটুকু সাহায্য করা যায়, তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সুব্রত। সুব্রত চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেন, যদি খাস ভূমি না থাকে তা-হলে কেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের বন্দোবস্ত দেওয়া হল? শুরুতে যদি ১৩টি পরিবারের মধ্যে ৪-টি পরিবার দখল নিতে পেরেছে, তা-হলে ৯-টি পরিবারকে দখল দিতে অসুবিধা কোথায়? প্রশাসনের কাছে বিজেপি নেতা সুব্রত চক্রবর্তীর অনুরোধ, ব্যাপারটি নিয়ে আন্তরিক হয়ে কঠোর হতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। অন্যথা হরিটিকরের বাসিন্দাদের দাবি মানা না হলে তাঁরা যে সার্কল কার্যালয়ে এক সপ্তাহ পর আশ্রয় নেবেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানান বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী।

ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা মৌলিক অধিকার : মাদ্রাজ হাইকোর্ট

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ঈশ্বর বিশ্বাসে যেমন সকলের অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনই এবার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকাও মৌলিক অধিকার বলে জানিয়ে দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। মাদ্রাজ হাইকোর্টে শুক্রবার এই রায় ঘোষণা করে জানানো হয়েছে, সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিড়া কাজাগাম-এর সদস্যদের সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার রয়েছে ঈশ্বর এবং ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার। রায় দানের সময় মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচার পতি এস মণিকুমার এবং সুব্রাহ্মণ্যম প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, 'মামলাকারীর যদি অধিকার থাকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারা অনুযায়ী ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ধর্ম সম্পর্কে নিজের মতপ্রকাশের, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে লালাই সিং যাদব মামলার উদাহরণ তুলে আমরাও বলছি পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিড়া কাজাগাম-এর সদস্যদেরও ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করার।' ১৯৬৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী জীবিত থাকাকালীন ত্রিচিতে তাঁর একটি মূর্তি উন্মোচিত হয়। উদ্বোধন করেছিলেন ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাই। তাঁর সেই মূর্তির নিচে লেখা হয়েছিল, 'ঈশ্বর বলে কেউ নেই, ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্বই নেই। যে ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছে সে ভীষণই বোকা। যে ঈশ্বরের প্রচার করেছে সে নীতিবিরহিত এবং যে ঈশ্বরের আরাধনা করে সে বর্বর, আদিম।' মামলাকারী এম দেইভানায়াগমের দাবি ছিল, 'এই ধরনের আক্রমণাত্মক এবং আপত্তিকর মন্তব্য পেরিয়ার কোনও দিনও করেননি এবং তাঁর মৃত্যুর পর এইসব কথা লেখা হয়েছিল মূর্তির নিচে।' দ্রাবিড়া কাজাগাম-এর সভাপতি মামলাকারীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'থানথাই পেরিয়ার আগে থেকেই বুঝেছিলেন, তাঁর মূর্তির নিচে এই কথাগুলি লেখা না হলে কিছু বছর পর তাঁকেই ঈশ্বর জ্ঞানে মানুষ পুজো করা শুরু করবে। সেই জন্যেই এই কথাগুলি তিনি বলে গিয়েছিলেন।'

জেএনইউ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি দিল্লি সরকার : জল্পনা উড়িয়ে দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বেশ কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় এআইএসএফ (অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নেতা কানহাইয়া কুমার ও অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা দিল্লি পুলিশ কর্তৃক অনুমোদনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। সে ব্যাপারে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সাফ জানিয়ে দিলেন, এখনও পর্যন্ত এই মামলায় কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি রাজ্য সরকার।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে জেএনইউ চত্বরে সংসদ হামলায় দোষী আফজল গুরুর সমর্থনে এক সভার আয়োজন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার, উমর খালেদ-রা। বিজেপি-র ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র দাবি ছিল, জেএনইউ ক্যাম্পাসের ওই সভায় দেশবিরোধী স্লোগান দেন কানহাইয়া। পুলিশেরও দাবি ছিল, সেই সভায় দেশবিরোধী স্লোগান দিয়েছিলেন তিনি। যদিও কানহাইয়া বরাবরই বলেছেন, ওই সভায় কোনও দেশবিরোধী স্লোগান দেননি। এর পর দেশদ্রোহের অভিযোগে কানহাইয়া, উমর খালেদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ ছয়জনকে গ্রেফতারও করে দিল্লি পুলিশ।

পরে তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। ওই ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পুলিশ বিজেপি সরকারের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করে বিরোধীরা। এর তিন বছর পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে দিল্লি পুলিশ।

তবে, এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা দিল্লি পুলিশ কর্তৃক অনুমোদনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার, এমন রিপোর্টকে "জল্পনা" বলে উড়িয়ে দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল জানান, 'আমাকে বলা হয়েছে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যে খবর ছড়ানো হচ্ছে তা কেবলমাত্র জল্পনা!'

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে শেহলা রশিদের বিরুদ্ধে এফআইআর পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতীয় সেনা ও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ভুয়ো সংবাদ ছড়ানোর অভিযোগে জেকেপিএম (জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট) নেত্রী তথা সমাজকর্মী শেহলা রশিদের গ্রেফতার চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আলাখ অলোক শ্রীবাস্তবের ফৌজদারী অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। এর আগে গত ১৯ আগস্ট সমাজকর্মী শেহলা রশিদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আলাখ অলোক শ্রীবাস্তব। দায়ের করা অভিযোগে আইনজীবী শ্রীবাস্তব জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শেহলা রশিদের অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, রশিদ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন যা ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ১২৪-এ -এর অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ হিসাবে অভিহিত।

এই মামলায় এদিন আইনজীবী শ্রীবাস্তবের অভিযোগের ভিত্তিতে শেহলা রশিদের বিরুদ্ধে এফআইআর লঞ্চ করল দিল্লি পুলিশ। শ্রীবাস্তব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর অপরাধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমাজকর্মী শেহলা রশিদের গ্রেফতারের দাবিও করেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি টুইটে শেহলা রশিদ জানিয়েছিলেন, 'লোকেরা বলছে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কোনও কর্তৃত্ব নেই। তাদের শক্তিহীন করা হয়েছে। সবকিছুই আধা-সামরিক বাহিনীর হাতে। সিআরপিএফ-এর একজনের অভিযোগে এক এসএইচও-কে বদলি করা হয়েছে। এসএইচও-রা লাঠি নিয়ে চলছেন। তাদের উপর সার্ভিস রিভলবারগুলি দেখা যাচ্ছে না।' জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কিত শেহলা রশিদের অভিযোগ এরপর প্রত্যাখ্যান করে তা 'ভিত্তিহীন' বলে জানিয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, 'শেহলা রশিদ কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ধরনের ভুয়ো খবর সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়ার জন্য অনৈতিকভাবে ছড়ানো হচ্ছে।'

বরাদ্দ সময় শেষ, তিহাড় জেলে বন্দি চিদম্বরমের সঙ্গে দেখা করতে পারল না কংগ্রেস প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আপাতত তিহাড় জেলেই ঠাঁই হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমেরঊ দু'সপ্তাহের জন্য পি চিদম্বরমকে তিহাড় জেলে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতঊ

পি চিদম্বরমকে দেখতে শুক্রবারই তিহাড় জেলে যান মুকুল ওয়াসনিক, পি সি চাকো, মণিক্কাম ঠাকুর, অভিনাশ পাণ্ডে-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাঊ কিন্তু, পি চিদম্বরমরে সঙ্গে দেখা করতে পারেননি তাঁরাউ যেহেতু বরাদ্দ সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই মুকুল ওয়াসনিক, পি সি চাকো, মণিক্কাম ঠাকুর, অভিনাশ পাণ্ডে-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে পি চিদম্বরমের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নিউ

টানা ১৫ দিন সিবিআই-এর হেফাজতে কাটানোর পরে, শুক্রবারই দিল্লির বিশেষ সিবিআই আদালত পি চিদম্বরমকে আগামী ১৪ দিন,

অর্থাত১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেউ ঘটনাচক্রে, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পি চিদম্বরমের জন্মদিনউ

এবারের জন্মদিন জেলেই কাটাতে দেশের প্রাক্তন এই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকেউ

আপাতত আগামী দু'সপ্তাহ পি চিদম্বরমের নতুন ঠিকানা হল-তিহাড় জেল-এর জেল নম্বর ৭ঊ খেতে হবে জেলের খাবার-এক বাটি ডাল, একটি তরকারি ও রুটি।

নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন, সুরক্ষিত যাত্রীরা

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্যস্ত সময়ে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে আগুন-আতঙ্কঊ শুক্রবার দুপুরে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা চণ্ডীগড়-কোচুভেলি এক্সপ্রেসের পাওয়ার কারে আগুন লাগেঊ মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনঊ তড়িঘড়ি এক্সপ্রেস ট্রেন খালি করে যাত্রীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ খালি করে দেওয়া হয় ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মঊ পরে দমকলের ৪টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ

রেল সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা চণ্ডীগড়-কোচুভেলি এক্সপ্রেসের পিছন দিকের পাওয়ার কারে আগুন লাগেঊ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনঊ এক্সপ্রেস ট্রেনের সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদেই উদ্ধার করা হয়েছেঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আম আদমি পার্টি থেকে চিরবিদায় নেওয়ার সময় এসেছে, টুইট-বার্তা অলকা লাম্বার

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত কয়েক মাসের তিক্ততার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিধায়ক অলকা লাম্বাঊ টুইট-বার্তায় দিল্লির চাঁদনি চক-এর বিধায়ক অলকা লাম্বা জানিয়ে দিলেন, 'আম আদমি পার্টি থেকে চিরবিদায় নেওয়ার সময় এসেছেঊ' একইসঙ্গে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন অলকা লাম্বাঊ

চলতি সপ্তাহের শুরুতেই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন অলকা লাম্বাঊ এরপরই রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়ায়, কংগ্রেসেই ফিরে যাচ্ছেন অলকা লাম্বাঊ গুঞ্জনই সত্যি হল, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ) থেকে চিরবিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অলকা লাম্বাঊ

শুক্রবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত অলকা লাম্বা জানিয়েছেন, 'আম আদমি পার্টি থেকে চিরবিদায় নেওয়ার সময় এসেছেঊ....বিগত ৬ বছরের সফরে অনেক কিছুই শিখেছি আমিঊ' একইসঙ্গে আপ-এর প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন অলকা লাম্বাঊ এদিন আম আদমি পার্টিকে খোঁজ দিয়ে অলকা লাম্বা টুইট করেন, 'আম আদমি পার্টি এখন খাস আদমি পার্টিতে পরিণত হয়েছেঊ'

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে আম আদমি পার্টি (আপ)-তে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলেছিলেন অলকা লাম্বাঊ কিন্তু, কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ২০১৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ-এ যোগ দেন অলকা লাম্বাঊ

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির চাঁদনি চক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন অলকা লাম্বাঊ রাজনীতির পাশাপাশি 'গো ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের চেয়ারপার্সনও হলেন অলোক লাম্বা

এনআরসি-র প্রস্তাবে বিজেপি-র বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-র বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর (এনআরসি) বিরোধিতা করে প্রস্তাব গৃহিত হল। প্রস্তাবে এনআরসি-কে 'অমানবিক স্বেচ্ছাচারিতা' বলে চিহ্নিত করা হয়।

আলোচনার শুরুতে প্রস্তাবক পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ববি হাকিম বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ এপার বাংলায় চলে এসেছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এনআরসি-র কোনও প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে নাগরিকদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

বিজেপি-র পরিষদীয় নেতা মনোজ টিগ্গা এর প্রতিবাদ করে বলেন, ২০১৩ সালে এই কাজ শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার প্রতীক হাজোলা পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনা করছেন। বিজেপি তো বিদেশি বিতাড়নের কথা বলেনি। অসম আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে চুক্তি করেন, তাতেই তো অনুপ্রবেশকারীদের ফেরৎ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সেটা রূপায়ণের সাহস হয়নি কংগ্রেসের। বাম সরকার যখন ছিল তখন বাংলাদেশ থেকে লোক এনে ভোট করা হচ্ছে দাবি তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৩ সালের ২১জুলাই প্রতিবাদ করেন। তিনি তখন স্থগিতাদেশ আনার প্রস্তাব দেন সাংসদ হিসেবে।

বিজেপি-র স্বাধীন সরকার বলেন, সরকারি প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা

ছয়ের পাতায়

চাহিদা না থাকার জন্যই উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত গাড়ি নির্মাতা সংস্থা অশোক লেল্যান্ডের

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মারুতি সুজুকির পর এবার বাজারে চাহিদা না থাকার জন্যই উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটি গাড়ি নির্মাতা সংস্থা অশোক লেল্যান্ড। অশোক লেল্যান্ডের সদর দফতর চেন্নাইতে। কোম্পানি কর্মীদের নোটিশ দিয়ে বলেছে, চেন্নাই প্ল্যান্টে চলতি সপ্তাহে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ও পরের সপ্তাহে ১০ ও ১১ প্রোডাকশন বন্ধ থাকবে। তাছাড়া আগেই ৯ সেপ্টেম্বর কর্মীদের সকলকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধ থাকবে সেদিনও একইসঙ্গে দেশের প্রথম সারির রিয়েল এস্টেট সংস্থা ম্যাক্রোটেক ডেভলপারস, যা আগে লোধা গ্রুপ নামে পরিচিত ছিল, তারা ছাঁটাই করেছে ৪০০ কর্মীকে।

একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গত অগস্ট মাসে অশোক লেল্যান্ডের তৈরি গাড়ির বিক্রি কমেছে ৫০ শতাংশ। ওই মাসে মাত্র ৮২৯৬ টি গাড়ি বিক্রি করতে পেরেছে কোম্পানি। যদিও অশোক লেল্যান্ড এই রিপোর্ট স্বীকার করেনি। অগস্ট মাসে মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া তার উৎপাদন ৩৩.৯৯ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে।

২০১৮ সালের অগস্টে ওই সংস্থা ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭২৫ টি গাড়ি তৈরি করেছিল। গত অগস্ট মাসে উৎপাদন করেছে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৩৭০ টি গাড়ি। একটি সূত্রে জানা যায়, গতবছর অগস্টে যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়েছিল ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৬১ টি। গত অগস্টে বিক্রি হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ২১৪ টি।

ম্যাক্রোটেক ডেভলপারস নামে যে সংস্থাটি ৪০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছে, বাজারে তার দেনা আছে ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। তবে কোম্পানির এক মুখপাত্র বলেছেন, খারাপ পারফরম্যান্সের জন্যই কয়েকজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ওই কোম্পানির মালিক হলেন মুম্বইয়ে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতা মঙ্গল প্রভাত লোধা।বর্তমানে দেশের আর্থিক বিকাশ মাত্র পাঁচ শতাংশে নেমেছে। রিয়েল এস্টেট বাদে আরও বহু ক্ষেত্রেই অনেক কর্মী ছাঁটাই হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দিল্লিতে কমেছে দূষণের মাত্রা কেন্দ্রকে ধন্যবাদ দিলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার ঘুচবে সবচেয়ে "দূষিত নগরী"র তকমা। আর তার জন্য কেন্দ্রকেই সাধুবাদ দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণের মাত্রা অনেকটাই কমে গিয়েছে। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আপ (আম আদমি পার্টি) সুপ্রিমো জানান, ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নয়াদিল্লির বাতাসে পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম) ২.৫ ছিল ১৫৪ এবং ২০১৬ থেকে ২০১৮র মধ্যে পিএম ২.৫ হ্রাস পেয়ে ১১৫ হয়েছে। সুতরাং, দিল্লির দূষণের মাত্রা ২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বায়ুদূষণের মাত্রা কমে এয়ার কোয়ালিটি ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে বলেও এদিন দাবি করেন তিনি। আর এই উন্নতির জন্য মোদী সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী এক্সপ্রেসওয়েগুলির কারণে দিল্লিতে দূষণ হ্রাস পেয়েছে, এজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

চাঁদের মাটিতে বিক্রমের স্নিগ্ধ অবতরণ : প্রত্যক্ষ করবেন প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ১৩০ কোটি ভারতীয় যে মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলেন, সেই সময় এবার উপস্থিত হয়েছে! আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান ২-এর চূড়ান্ত অবতরণ হবে। ভারত সহ গোটা বিশ্ব আবারও আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের গৌরবময় ক্ষমতা দেখতে পাবে। প্রায় দেড় মাসের যাত্রা শেষে চাঁদের মাটিতে বিক্রমের স্নিগ্ধ অবতরণ প্রত্যক্ষ করার প্রাক্কালে টুইট করে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীর্ঘ পথ সফল ভাবে পাড়ি দেওয়ার পর এ বার চূড়ান্ত পর্যায়ে চাঁদের মাটিতে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিল চন্দ্রযান ২-এর বিক্রম ল্যান্ডার। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রোভার-সহ অবতরণ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। আর বেঙ্গালুরুতে ইসরোর হেডকোয়ার্টার থেকে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

কর্ণাটক সরকারের তরফে এদিন একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বেঙ্গালুরু পৌঁছে যাবেন এবং পীনয়ার কাছে ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং এবং কমান্ড নেটওয়ার্ক (আইএসটিআরএসি) থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভোরে চন্দ্রযান ২-এর চূড়ান্ত অবতরণ প্রত্যক্ষ করবেন এবং একই দিনে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।' ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার ভোররাত ১.৩০ থেকে ২.৩০ মিনিটের মধ্যে চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটি স্পর্শ করার তিন ঘন্টার মধ্যেই বিক্রম ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"।

ইসরো জানিয়েছে, শনিবার ভোররাতে সারা দেশের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান ২-এর অবতরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ইসরোর অনলাইন স্পেস কুইজ প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থানাধিকারী দুই শিক্ষার্থীকে চন্দ্রযান ২-এর "বিক্রম" ল্যান্ডারের চাঁদে অবতরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে স্পেস এজেন্সি। ইসরো সূত্রের খবর, বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার পরই, শনিবার সকাল ৫.৩০ থেকে ৬.৩০ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"। ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ৭ সেপ্টেম্বর ভোররাতে মসৃণ ভাবে প্রায় পালকের মতো গিয়ে চাঁদের মাটিতে বসে পড়বে ল্যান্ডার। এই প্রক্রিয়া ১৫ মিনিটের। আর এই ১৫ মিনিটই কার্যত অগ্নিপরীক্ষা। ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার পর রোভারটি আলাদা হয়ে যাবে। এই রোভারটি ৬ চাকার একটি যন্ত্রযান, যা চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধের মাটিতে ঘুরে বেড়াবে। চাঁদের এক দিন অর্থাৎ পৃথিবীর ১৪ দিন ধরে চাঁদের মাটিতে ঘুরবে এই রোভার।

প্রায় দেড় মাসের যাত্রা। দীর্ঘ পথ সফল ভাবে পাড়ি দেওয়ার পর এ বার চূড়ান্ত পর্যায়ে চাঁদের মাটিতে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিল চন্দ্রযান ২-এর বিক্রম ল্যান্ডার। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রোভার-সহ অবতরণ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার ভোররাত ১.৩০ থেকে ২.৩০ মিনিটের মধ্যে চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটি স্পর্শ করার তিন ঘন্টার মধ্যেই বিক্রম ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"। ইসরো জানিয়েছে, বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার পরই, শনিবার সকাল ৫.৩০ থেকে ৬.৩০ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার "প্রজ্ঞান"।

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিরোধী অভিযান তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া বাজারে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে অভিযান চালানো হয়। বাজারের ব্যবসায়ীদের জরিমানা করতে গেলে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিন, ক্রেতাদের অনেকেরও জরিমানা করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন আরিফ মহম্মদ খান, অভিনন্দন পিনারাই বিজয়নের

তিরুবনন্তপুরম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিছুদিন আগেই কেরলের রাজ্যপাল করা হয়েছিল আরিফ মহম্মদ খানকেউ অবশেষে শুক্রবার কেরলের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন আরিফ মহম্মদ খানউ শুক্রবার সকালে আরিফ মহম্মদ খানকে কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এন প্রসাদ সিংউ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরাউ নতুন রাজ্যপালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নউ

এক যুগ ধরে রাজনীতির বাইরে আরিফ মহম্মদ খানউ ২০০৪ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিন বছরের মধ্যেই দল ছেড়েছিলেন তিনিউ তার আগে বহুজন সমাজ পার্টি, জনতা দল, কংগ্রেস-নানা দলে ঘুরেছেনউ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আরিফউ রাজীব সরকারে মন্ত্রী ছিলেন তিনিউ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে দিন থেকে তিন তালাক বিল নিয়ে সক্রিয় হয়েছেন, সে দিন থেকেই মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকার নিয়ে মুখর হয়েছিলেন তিনিউ হয়ে উঠেছেন মোদী প্রখর সমর্থকউ এবার নতুন দায়িত্ব পেলেন আরিফ মহম্মদ খান, শপথ গ্রহণ করলেন কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে

বিহারের সমস্তিপুরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ! গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবরের সদস্যরা

সমস্তিপুর (বিহার), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারের সমস্তিপুরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য! বাসভবনেই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীউ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ব্যবসায়ীর স্ত্রী এবং মেয়েউ বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনাউ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই ব্যবসায়ী এবং তাঁর স্ত্রী-মেয়েকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ ব্যবসায়ীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরাউ সম্ভবত ডাকাতির উদ্দেশ্যেই ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছিল দুষ্কৃতীরাউ কিন্তু, বাধা পাওয়ায় ব্যবসায়ী এবং তাঁর স্ত্রী-মেয়েকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরাউ তিনজনকেই গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ যদিও, শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত আততায়ীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

দক্ষিণ মুম্বইয়ে আট-তলা আবাসিক বহুতলে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের কোনও খবর নেই

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়েউ বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ মুম্বইয়ের কোলাবা এলাকায় অবস্থিত একটি আট-তলা আবাসিক বহুতলে আগুন লাগেউ তবে, আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছেউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেউ

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের কোলাবা এলাকায় অবস্থিত 'মোনিকা' নামে একটি আট-তলা আবাসিক বহুতলে আগুন লাগেউ আট-তলা বহুতলের ছ'তলায় অগ্নিকাণ্ডের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বহুতলের বাসিন্দারাউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের ইঞ্জিনউ দমকল কর্মীদের অল্প সময়ের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছেউ প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

রাতের ফাঁকা ট্রেনে মহিলা যাত্রীর সাথে অশালীন আচরণ, সাসপেন্ড ও গ্রেফতার রেলের পুলিশ কর্মী

সোনারপুর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রক্ষকই ভক্ষক। ট্রেনের মধ্যে মহিলা যাত্রীর সাথে অশালীন ব্যবহার আর.পি.এফের কনস্টেবলের। সোনারপুর জি আরপিতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে সমরেশ মন্ডল নামে ওই রেল পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমে আর.পি.এফের কনস্টেবল সমরেশ মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর জি আরপি। তাকে শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে তোলা হবে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ট্রেনের মধ্যেই এক মহিলা যাত্রীর সাথে অশালীন ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে ও অভিযোগ নির্যাতিতার। তিনি রাতের শেষ নামখানা লোকালে বৃহস্পতিবার রাতে সোনারপুরের বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর জি আরপি।

নির্যাতিতা একজন উঠতি অভিনেত্রী। তিনি নামখানা থেকে রাতে ৮টা ৪৬ মিনিটে ট্রেনে চাপেন। জেনারেল কামরাতেই চাপেন তিনি। ট্রেনটি লক্ষ্মীকান্তপুর ঢুকলে অভিযুক্ত আরপিএফের কনস্টেবল তাকে মহিলা কামরায় যেতে বলেন তার নিরাপত্তার জন্য। তিনি মহিলা কামরায় গেলে তার পিছু পিছু ওই কনস্টেবলও যান। কামরায় আর কেউ ছিল না। সেই সুযোগে অভিযুক্ত কনস্টেবল সমরেশ মন্ডল তাকে জড়িয়ে ধরেন।

দীর্ঘ অসুস্থতার পর মৃত্যু, জীবনাবসান প্রাক্তন সাংসদ সুখদেব সিং লিব্রা-ব

ফতেহগড় সাহিব (পঞ্জাব), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হলেন প্রাক্তন সাংসদ সুখদেব সিং লিব্রাউ শুক্রবার সকালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁরউ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৭ বছরউ জীবনের অন্তিম দিনগুলি পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার খান্নার কাছে লিব্রা গ্রামেই কাটালেন সুখদেব সিং লিব্রাউ পরিবার সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেথন প্রাক্তন সাংসদ সুখদেব সিং লিব্রা।

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ লোকসভার সদস্য ছিলেন সুখদেব সিং লিব্রাউ ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভারও সদস্য ছিলেনউ এছাড়াও ১৯৮৫ সালে পঞ্জাবের বিধায়ক ছিলেন সুখদেবউ ফতেহগড় সাহিব এবং রোপার সংসদীয় কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন সুখদেবউ প্রথমে তিনি কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেনউ পরবর্তীকালে শিরোমণি অকালি দল-এ যোগ দেনউ এখানেই শেষ নয়, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি-র সদস্যও ছিলেন সুখদেব সিং লিব্রা।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়

পাচের পাতার পর

করছি। এখানে বিরোধীয়দল বলতে দেখা যাচ্ছে একমাত্র বিজেপিই। ভবিষ্যতে কেবল এই দলই থাকবে। এনআরসি-র কাজ আইন এবং আন্তর্জাতিক বিধি মেনেই হচ্ছে। দলে দলে বাংলাদেশি মুস্লিম পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। এর পর এনআরসি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ওয়াকউট করেন বিজেপি বিধায়করা। বাইরে বিক্ষোভ দেখান, স্লোগান দেন জয় শ্রী রাম বলে। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে এনআরসি লাগু করতে হবে বলে ধ্বণি দেন।

বিনিময়

● প্রথম পাতার পর

এমন-কি সে-দেশে তাঁর ছোটবেলার দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। উপস্থিত সকলকে স্বাধীনতা নিয়ে তার স্বরচিত দুটি কবিতা পাঠ করে শোনান।

অপরদিকে, বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী মোজাম্মেল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরাকে মুক্তিযুদ্ধের তীর্থভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যে-সকল ভারতীয় বীর সেনা মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে বাংলাদেশের মাটিতে শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা এবং তদানীন্তন সাংসদ প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী সংসদে বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার জন্য প্রথম দাবি জানান বলেও উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের জন্মের জন্য তাঁদের ভূমিকাকেও তিনি স্মরণ করেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত যদি আশ্রয়, অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা না করত তবে মুক্তিযুদ্ধ নয় মাসে শেষ না হয়ে আরও কত বেশি সময় যে লাগত তা বলা বড় কঠিন।

তিনি জানান, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানকে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর শুধু সংবিধানকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করেনি সে-দেশের মাটিকেও ধ্বংস করে মিনি পাকিস্তান তৈরি করতে চেয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড় আবুল কালাম আজাদ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে ভারতের ৫-টি জায়গায় বিশেষ অনুষ্ঠান করা হবে। এর মধ্যে অন্যতম হল ত্রিপুরা। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসীর অবদান সবচেয়ে বেশি। ত্রিপুরায় ছিল মুক্তিযুদ্ধের ১, ২, ৩ এবং ৪ নম্বর সেক্টর। এই সকল সেক্টরস্থলে আগামী বছরের মধ্যে স্মৃতিফলক লাগানো হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি চিহ্নগুলি দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানিয়ে আবারও ঋণী করলেন, যেমনটা করেছিলেন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়। নতুনদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে কিছুদিনের জন্য এক দেশের ছাত্রছাত্রীদের অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে শিক্ষার আদান-প্রদান করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সেইসঙ্গে তিনি জানান, এখন থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রিপুরায় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করানো হবে।

মুক্তিযুদ্ধ অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড় আবুল কালাম আজাদের আহ্বানের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী উপস্থিত সকলের সামনে ঘোষণা করেন, আগামী এক বছরের মধ্যে ত্রিপুরার যে-সব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল সেইসব জায়গাগুলোতে তৎকালীন সময় ক্যাম্পের নাম-সহ বিস্তারিত বিবরণের খোদাই করা ফলক লাগানো হবে বাংলাদেশ সরকারের তরফে।

এদিন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত অতিথি ছাড়াও ছিলেন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের প্রথম সচিব মহাম্মদ জাকির হোসেন ভুইয়াঁ, দ্বিতীয় সচিব এমএস আসাদুজ্জামান-সহ ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরে কর্মকর্তা এবং বুদ্ধিজীবী মহলের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। আলোচনা পর্বের শেষে ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রালয় ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর এবং আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের সহযোগিতায় হয় অনুষ্ঠানটি।

কেলেঙ্কারিতে

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবাজদের কীভাবে ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রককে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তিনি ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অপসারণের দাবিও তিনি জানিয়েছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, অধ্যাপক ভিএল ধারুরকরকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার না করা হলে এনএসইউআই সারা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। ত্রিপুরায় শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামবেন। এতে, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে রাজ্য সরকারকে এর দায় নিতে হবে, সাফ জানান তিনি।

খরচ

● প্রথম পাতার পর

পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যবাসীর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা বলেই মনে হবে। অবশ্য, রাজ্য সরকার উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে রাজ্যবাসীকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারবে এখনই তা বলার সময় আসেনি।

পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া আর্থিক বোঝা সামাল দিতে গিয়ে রাজস্ব আদায়ে সংস্কারের পথ নিয়েছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। তাতে, নতুন নতুন কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দাবি, একাধারে রাজস্ব বৃদ্ধি, পাশাপাশি সমতা রক্ষায় এই সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবুও, সাধারণ নাগরিকদের কাঁধে সামান্য হলেও বোঝা বাড়বে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নয়া সংযোজন রাজ্যবাসীকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারবে, তা নিয়ে বিতর্ক হওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

স্থানীয়রা

● প্রথম পাতার পর

সামনে দিয়ে পথ চলতি মা বোনেরা নেশাখোরদের কূটুক্তির শিকার হয়। অনেক সময় পথ আগলে দাঁড়ায় তারা। এনিয়ে বহু অভিযোগ জানানো হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানায়। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বড়জলার এলাকাবাসী পরিবেশ শান্ত ও মদের কাউন্টার সরানোর দাবিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে অনুরোধ করেন।

বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। তাছাড়া মদ্যপ বাইক চালকদের তান্ডবে মানুষের গৃহপালিত অনেক পশুও মারা গেছে বলে অভিযোগ।

সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

করে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাত্রীদের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, নগদ টাকা অন্য সামগ্রীর চুরির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফরকাটিং ও কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া আরও তিন দালালকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে আরপিএফ, বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

পাচারকালে

● প্রথম পাতার পর

কাছে হস্তান্তর করে দেয়। পুলিশের এহেন উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বন দপ্তরের কর্মকর্তারা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে বেআইনিভাবে গাছ কেটে কাঠ পাচারের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। বন দপ্তরের একার পক্ষে এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা রোধ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে পুলিশ এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বনজ সম্পদ রক্ষা অনেকাংশেই সফল হবে।

সংগঠন

● প্রথম পাতার পর

কথা হয়েছে।

ত্রিপুরায় এনআরসি চালু করার জন্য ইতিমধ্যে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এবার এই দাবিতে সরব হল প্রাক্তন জঙ্গিদের সংগঠন।

প্রতীক্ষার

● প্রথম পাতার পর

থেকে রাজ্যসভার সাংসদ রোনাল্ড সাপা তলাউ, নাগাল্যান্ড থেকে রাজ্যসভার সাংসদ কেজি কেনিয়ে, মেঘালয় থেকে রাজ্যসভার সাংসদ ওয়ানসুক সিয়েম, অসম থেকে রাজ্যসভার সাংসদ রিপুন বরা, বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য, মিজোরাম থেকে লোকসভার সাংসদ সি লালরুসাঙ্গা, অসমের প্রদ্যুত বরদলৈ, কুইন ওঝা, ত্রিপুরার সাংসদ রেবতি কুমার ত্রিপুরা ও প্রতিমা ভৌমিক এবং মণিপুরের ড় রঞ্জন সিং রাজকুমার । তবে শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় উপস্থিত ছিলেন না । তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

বৈঠক শেষে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল পরিষেবা নিয়ে আজ ইতিবাচক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে ত্রিপুরার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছি। তিনি বলেন, সাব্রুম রেল যোগাযোগ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই স্থাপন হতে চলেছে। তাঁর কথায়, আজ বৈঠকে রেলওয়ে আধিকারিকরা ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সাব্রুম পর্যন্ত রেল পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনার জন্য প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন । তবুও ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাব্রুম পর্যন্ত রেল পরিষেবা শুরু হোক, তা নিশ্চিত করতে বলেছি ।

তিনি বলেন, আজ বৈঠকে আগরতলা থেকে দূরপাল্লার সমস্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবও রেখেছি। তাঁর কথায়, আগরতলা থেকে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ সংরক্ষিত আসন কম । ফলে প্রায়ই ত্রিপুরার যাত্রীরা প্রয়োজন মতো টিকিট কাটতে পারেন না । তাই, সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনে সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছি, বলেন তিনি। সাথে যোগ করেন, আগরতলা-শিলচর এবং শিলচর-আগরতলা ইন্টারসিটি এবং আগরতলা-গুয়াহাটি শতাব্দি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করারও অনুরোধ জানিয়েছি।

এদিন তিনি বলেন, পেঁচারথল থেকে খোয়াই হয়ে বিলোনিয়া পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপনের সার্ভে কাজ কতদূর এগিয়েছে সে-বিষয়েও খোঁজখবর নিয়েছি । পাশাপাশি, আগরতলা থেকে শিলচর ও গুয়াহাটি পর্যন্ত রেল পরিষেবার মান আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি । প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আগরতলায় পৃথক রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং রেলওয়ে পুলিশ ফোর্সের কার্যালয় স্থাপনেরও দাবি জানানো হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত দাবি বিবেচনা করবে রেলমন্ত্রক।

এদিকে, সাব্রুম পর্যন্ত রেল পরিষেবা সূচনার অনুষ্ঠান আগরতলা রেল স্টেশনে হওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচন ২৩ সেপ্টেম্বর। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। ফলে, নির্বাচনী আচরণবিধি আগরতলা রেল স্টেশনে নতুন রেল সূচনার অনুষ্ঠানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাব্রুম রেলের সূচনা হলে ধর্মনগরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে। কারণ, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, সাব্রুমের রেল সূচনার অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আসতে পারেন।

তবে, এ-মাসেই সাব্রুমে রেল পৌঁছে যাচ্ছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। কারণ, ডেমু ট্রেনের রেক আগরতলায় এসে পড়েছে । জানা গেছে, আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-ধর্মনগরের জন্য একটি করে রেক আগরতলায় এসে পৌঁছেছে ।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

দুষ্কৃতকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় জনগণই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন, বলেন তাঁর সমর্থকরা।

এদিকে, রাজ্যে শাসক দলের সমর্থকদের দাবি, গণেশ বিসর্জনের সময় লাইনের মাঝখানে বাইক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বিপদবন্ধু ঋষি দাস। তখন ঝামেলা হয়েছিল। কিন্তু, কেউ তাঁকে মারধর করেনি। বাইক থেকে পড়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এর পর তাঁকে জিবি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে।

রাতের ঘটনার রেশ আজ সকালে আছড়ে পড়ে আড়ালিয়ার পঞ্চবটি এলাকায়। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ বাম সমর্থিত কাউন্সিলার বিপদবন্ধু ঋষি দাসের সমর্থকরা পঞ্চবটি এলাকায় পথ অবরোধ করেন। শুধু তা-ই নয়, রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই অবরোধের কারণে নিত্যযাত্রীরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে যান। কারণ, অফিসে কিংবা ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধের কারণে আটকে পড়েছিলেন তাঁরা। অবরোধকারীরা প্রচণ্ড উত্তেজিত স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাই কেউ অবরোধ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাননি।

এদিকে খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অবরোধকারীদের অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান পূর্ব আগরতলা থানার ওসি মানিক দাস। কিন্তু তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহারের বদলে বিপদবন্ধু ঋষি দাসকে মারধরের ঘটনায় দোষীকে গ্রেফতারের দাবি জানান। পুলিশ দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

গ্রেপ্তার ১০২৬

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চলছে। স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, ত্রিপুরায় গত দেড় বছরে উদ্ধার হয়েছে ৭৫,৭৪৩ কেজি ১৭২ গ্রাম গাঁজা, যার বাজারমূল্য ৩৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৬০ টাকা, কডেইন বেজড কফসিরাপ ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৩৫ শিশি যার বাজারমূল্য ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০০ টাকা, ট্যাবলেট ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৪টি যার বাজারমূল্য ১০ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭০০ টাকা এবং হেরোইন ও ব্রাউন সুগার ৬ কেজি ৭৩১ গ্রাম ও ৫,৮১৭ মিলিগ্রাম যার বাজারমূল্য ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮১৭ টাকা। তাতে সর্বমোট ৫৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৭ হাজার ২৭৭ টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, আগামীদিনে নেশা বিরোধী অভিযান আরও কঠোর করা হবে। তাছাড়া, পুলিশ প্রশাসনের কেউ নেশা কারবারিদের সাথে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেবে স্বরাষ্ট্র দফতর।

ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

আটের পাতার পর

হচ্ছে। উনি এক অফিসে থাকলে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ যে আরও চরমে গিয়ে ঠেকবে তা এমনিতেই অনুমেয়। অবশ্য ফটিকরায়ের এই অফিসটিতে লাইনের অনুপাতে রয়েছে কর্মী সল্পতা, রয়েছে গাড়ির সমস্যাও। মাসের মধ্যে ১৫ দিন কাজে যাবার জন্য গাড়ি জোটে কর্মীদের ভাগ্যে। আর বাকি অর্ধেক দিন পায়ে হেঁটেই কাজ চালিয়ে ভোক্তাদের খুশি রাখতে চেষ্টা করেন অফিসের জনাকয়েক কর্মী। রাজ্যে সরকারি পরিবর্তনের পরই এলাকার বিধায়ক সুধাংশু দসের কাছে দপ্তর থেকে অফিসে নিয়মিত একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবার আবেদন জানানো হলেও এখনো গাড়ি মেলেনি অফিসের কর্মীদের ভাগ্যে। এলাকাবাসীর নিত্য দুর্ভোগ লাঘব করতে অফিসে নিয়মিত গাড়ির ব্যাবস্থা করে দিয়ে করিৎকর্মা ম্যানেজার রায় বাবুকে অন্যত্র বদলি এবং অফিসের কর্মী সল্পতা দূর করার জন্য বিধায়ক অতিসত্ত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি উঠছে ফটিকরায়বাসীর তরফ থেকে। আর তা নাহলে বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অবশ্যই ভুগতে হবে এলাকার বিধায়ক সহ গোটা ফটিকরায়বাসীকে।

কাদেরপন্থীদের

তিনের পাতার পর

কাজী ফিরোজ রশীদ ও জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু ছাড়াও সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, গোলাম কিবরিয়া টিপু, সাহিদুর রহমান, শেখ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সালমা ইসলাম, সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ও মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা) ও রানা মো. সোহেল রানা প্রেসিডিয়াম ও সংসদ সদস্যদের যৌথসভায় উপস্থিত ছিলেন।রওশনপন্থী নেতাদের কাউকে এ সময় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে দেখা যায়নি। দলের মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁও সভায় অংশ নেননি।

খেলা

দায়িত্ব নেওয়ার আগেই সমাধান বলে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ

নয়াদিল্লি: সঞ্জয় বাঙ্গারের উত্তরসূরি হিসেবে বিরাট-রোহিতের ব্যাটিংয়ের কোচ দায়িত্ব নিতে চলেছেন বিক্রম রাঠোর। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ভারতীয় ব্যাটিংয়ের চার নম্বরের সমাধান বলে দিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার ক্যারিবিয়ান সফর শেষ হওয়ার পরই চাকরি গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ বাঙ্গারের। তাঁর জায়গা আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকেই বিরাটদের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন রাঠোর। কিন্তু তার আগেই বিসিসিআই টিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে পঞ্জাবের এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান জানান, ভারতীয় দলে চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ার ও মনীশ পাণ্ডেকে দেখা যেতে পারে। ২০১৯ বিশ্বকাপে চার নম্বরের জন্য ভুগেছে টিম কোহলি। নির্বাচকদের অজ্ঞতায় বিশ্বকাপের দলে ছিলেন তিনজন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। বিশ্বকাপের বেশ কয়েকটি ম্যাচে তিন উইকেটকিপারকে খেলিয়েছে ভারত। কিন্তু চার নম্বরের ব্যাটিং পজিশনের সমস্যার সমাধান হয়নি। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে বিরাটবাহিনী। বিশ্বকাপের পর সদ্যসমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অবশ্য চার নম্বরের শ্রেয়সকে খেলিয়ে সুফল পেয়েছে ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু''টি ম্যাচে ১৩৬ রান করে ভারতের সিরিজ জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রেয়স। এর আগে মিডল-অর্ডারে মনীশও ভালো খেলেছে বলেও মনে করেন রাঠোর। শুক্রবার বিসিসিআই টিভি-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে বিরাটদের নয়া ব্যাটিং কোচ বলেন, ''শুধু বিশ্বকাপ নয়, চার নম্বর পজিশনটা নিয়ে আমাদের চিন্তা রয়ে গিয়েছে। ওয়ান ডে ক্রিকেটে মিডল-অর্ডারে আমাদের এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শ্রেয়স আইয়ার শেষ কয়েকটি ম্যাচে ভালো খেলেছে। তার আগে মনীশ পান্ডেও খারাপ খেলেনি। এছাড়া এই দু''জন ভারত-এ এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছে।

আমার মনে হয়, এই দু''জনে মিডল-অর্ডারে ভাবা যেতে পারে। তবে ওদের সুযোগ দিতে হবে। ওদের ঠিক প্রস্তুতি হওয়া দরকার। যাতে ভবিষ্যতে আমাদের ব্যাটিংয়ের সম্পদ উঠতে পারে।''ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে চার নম্বরের পাশাপাশি টেস্টে ওপেনিং নিয়েও চিন্তিত টিম ইন্ডিয়ার নয়া ব্যাটিং কোচ। সদ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে দলকে আশানুরূপ শুরু দিতে পারেনি লোকেশ রাহুল ও ময়াঙ্ক আগরওয়াল। এ নিয়ে রাঠোর বলেন, ''টেস্টে ওপেনিং পার্টনারশিপ নিয়েও আমরা চিন্তিত। তবে আমাদের হাতে অপশন রয়েছে। সেখান থেকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে।''বিরাট-রোহিতদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে রাঠোর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ শুরু করছে ভারত। টি-২০ সিরিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ খেলবে কোহলি অ্যান্ড কোং।

দীর্ঘ ৯ বছর পর কোচ হয়ে আর্জেন্টিনায় পা রাখলেন মারাদোনা

দীর্ঘ ৯ বছর পর আর্জেন্টিনায় পা রাখলেন মারাদোনা। এবার সেদেশের সুপারলিগার ক্লাব জিমনেশিয়া লা প্লাতার কোচ হয়ে ফিরলেন তিনি। ল্যাতিন আমেরিকার এই ক্লাবের দায়িত্ব নিতে পেরে তিনি নিজেও খুশি। ১৮৮৭ সালে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ল্যাতিন আমেরিকার পেশাদারি ফুটবলের সবচেয়ে পুরোনো ক্লাবের একটি এই ক্লাব ইন্সটাগ্রামে মারাদোনা লেখেন, ''জিমনেশিয়ার কোচ হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল পেল্লেগ্রিনোকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং সমর্থকদের বলতে চাই যে, দ্য উল্ফের জন্য আমরা মনে প্রাণে কাজ করে যাব।'' সমর্থকদের কাছে জিমনেশিয়া ''দ্য উল্ফ'' নামে পরিচিত।

শ্লীলতাহানি কাণ্ডে অভিযুক্ত সাঁতার কোচকে বরখাস্ত করল জাতীয় সংস্থা

যৌন নিগ্রহ কাণ্ডে অভিযুক্ত সাঁতারের কোচ সুরজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে বরখাস্ত করল জাতীয় জাতীয় সাঁতার সংস্থা। কয়েকদিন আগেই রীতিমতো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বছর পনেরোর কিশোরী অভিযোগ করেছিল, কোচ সুরজিত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে রীতিমতো অশালীন ব্যবহার করছেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল। যেখানে দেখা যায়, চোট পাওয়া স্থানে হাত দেওয়াকর অছিলায় কিশোরীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আপত্তিজনক অবস্থায় স্পর্শ করছেন কোচ তারপরেই গোটা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা তো বটেই খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু অভিযুক্ত কোচের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। ইতিমধ্যেই গোয়া সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন-এর চাকরি থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়েছে। তবে এবার সুইমিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-র তরফে সুরজিতবাবুকে ছাঁটাই করা হল।শ্লীলতাহানির অভিযোগে ছাঁটাই বাংলার সাঁতার কোচ, কড়া পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি রিজিজুর নিজেদের পাঠানো এক বিবৃতিতে সাঁতার সংস্থা জানিয়েছে, ''জাতীয় সাঁতার সংস্থার গোয়া ইউনিটের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও প্রমাণ্য ধরে সর্বভারতীয় সংস্থা এই কাজের তীব্র নিন্দা করছে। গোটা দেশে কোচিং সংক্রান্ত কোনও কাজ থেকে ওঁকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হল। ২৯টি রাজ্যের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।''এর পাশাপাশি সুরজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৩৫৪ (নিগ্রহ), এবং ৫০৬ (অপরাধ প্রবৃত্তি), পসকো এবং গোয়ার শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যেই গোয়ায় একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চোট পেলেন এই ভারতীয় ওপেনার, বদলি হিসেবে আসছেন

ভারত এ আর দক্ষিণ আফ্রিকা এ-র মধ্যে তিরুবনন্ত পুরমে ৫ ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজ খেলা হচ্ছে। শুরুর তিন ম্যাচে জয় হাসিল করে ভারতীয় এ দল এই সিরিজে অজেয় লীড নিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু গত ম্যাচে পাওয়া ৪ রানের হারের কারণে তারা এই সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ক্লীন সুইপ করতে পারেননি। শুক্রবার খেলা হওয়া পঞ্চম ওয়ানডে ম্যাচে ফর্মে ফেরা শিখর ধবনের গলায় সোজা গিয়ে হেড্রিক্সের বল লাগে। পঞ্চম ওয়ানডেতে শিখর ধবনের লাগল বলপঞ্চম ওয়ানডে ম্যাচে শিখর ধবনকেও ঘাড়ে বল লাগাতার কারণে হেলমেট খুলে মাঠে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখা যায়। আসলে ধবন স্কুপ শট মারার জন্য এগিয়ে আসেন কিন্তু হেড্রিক্সের বল ধবনের বোধের চেয়েও যথেষ্ট উঁচুতে ছিল। ধবন বলকে পড়তে পারেননি আর বলের সঙ্গে সম্পর্কে না আসার কারনে বল থেকে নজর সরে যায় আর বল ধবনের ঘাড়ের পেছনে লাগে। এর পর খেলা সামান্য সময়ের জন্য থামানো হয়। যদিও ফিজিয়ো মাঠেই চিকিতসা করেন আর ধবন দ্রুত পরেই নিজের ইনিংস আবারো শুরু করেন।ইন্ডিয়া এ-র হয়ে ফর্মে ফিরেছেন ধবনওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলে শিখর ধবনকে আউট অফ ফর্মে দেখা গিয়েছিল। তিনি নিরাশাজনক প্রদর্শন দেখিয়ে ১, ২৩,৩,২,৩৬ রানের ইনিংস খেলেন সীমিত ওভারের সিরিজে। কিন্তু বর্তমানে ইন্ডিয়া এ-র হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাকে ফর্মে দেখা যাচ্ছে। তিনি গত ম্যাচে ইন্ডিয়া এ-র হয়ে ওপেনিং করে ৫২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। কিন্তু ধবনের এই হাফসেঞ্চুরি দলকে জেতাতে পারেনি আর দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ রানে এই ম্যাচ জিতে নেয় শিখরের চোট বাড়াতে পারে অধিনায়ক কোহলির সমস্যাদক্ষিণ আফ্রিকার এ-র বিরুদ্ধে চলতি ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ইন্ডিয়া এ-র কাছে ৩-১এর লীড রয়েছে। যদি পঞ্চম ম্যাচ ইন্ডিয়া এ জিতে নেয় তো এই জয় ৪-১ এ বদলে যাবে আর যদি টিম ইন্ডিয়াকে হারের মুখে পড়তে হয় তো ইন্ডিয়া ৩-২ ফলাফলে এই সিরিজ জিতে নেবে। আপনাদের জানিয়ে দিই যে ধবনের লাগা এই চোট যদি সিরিয়াস হয় তো এটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য চিন্তার বিষয় হতে পারে, কারণ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ সিরিজে তিনি ভারতীয় দলের সদস্য। যদি এই চোট সিরিয়াস হয় সেক্ষেত্রে শিখর ধবনের জায়গায় ভারতীয় দলে ময়ঙ্ক আগরওয়াল অথবা কেএল রাহুলকে দিয়ে ওপেনিং করানো হতে পারে।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে অভিষেক হতে চলেছে মাত্র ১৫ বছর বয়সী শাফালি বর্মার

কিছুদিন আগে ভারতীয় মহিলা দলের প্রাপ্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে বিদায় নেন। কারণ হিসেবে মিতালি জানান তার জীবনে একটাই স্বপ্ন ছিল সেটা হল ৫০ ওভারের ওয়াল্ড কাপ জেতা আর তাই ৫০ ওভারে নিজেকে আরও বেশি ভালো করে তৈরি করার লক্ষ্যে মিতালি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। ক্রিকেটে আমরা দেখেছি একজনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে অপর একজনের দরজা খুলে যায়। তাই মিতালির অবসারের কারণে এবার ভারতীয় দলে উনার পরিবর্তে নেওয়া হল মাত্র ১৫ বছর বয়সী শাফালি বর্মাকে। আর শাফালির এই কম বয়সেই অভিষেক দেখে অনেকেরই মনে পড়ে যাচ্ছে শচীন টেন্ডুলকারের আন্তর্জাতিক অভিষেকের কথা।আগামী ২৪ শে সেপ্টেম্বর থেকে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নামছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। আর এই সিরিজের জন্যই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে ডাকা হয়েছে শাফালি বর্মাকে।চলতি বছর যখন আইপিএল চলছিল সেই সময়েই মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহিলা টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ। সেই টুর্নামেন্টে মিতালি রাজের দলে অর্থাত ভেলোসিটির হয়ে খেলতে দেখা যায় এই হরিয়ানার তরুণীকে। সেই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলে নির্বাচকদের মন জয় করেছিলেন শাফালি বর্মা।এই ১৫ বছর বয়সী ভারতীয় দলের উঠতি প্রতিভা শাফালি বর্মা নিজের আইডল হিসাবে মনে করেন কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকারকে। উনি জানান শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখেই আমার ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। ছোটো থেকে শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখেই বড় হয়েছি। এবং তখন থেকেই আমার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল।অপরদিকে শাফালি বর্মা জানায় যে, তার বাবার স্বপ্ন ছিল বড় ক্রিকেটার হওয়ায় কিন্তু নানান বাধার জন্য সেটা করে উঠতে পারেন নি তার বাবা। তাই ছোটো থেকেই শাফালিকে ক্রিকেটার বানানোর জন্য মরিয়া ছিল তার বাবা। তাকে সমস্ত রকমের সাহায্য করেছে তার বাবা।

শ্রীনগরের স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের হয়ে খেলছেন বিরাট কোহালি !

শ্রীনগর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হচ্ছে ২০২৫-এর টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল। সেই খেলায় মুখোমুখি হচ্ছে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান। ম্যাচ শুরুর আগে চলছে পাকিস্তান দলের ক্রিকেটারদের পরিচয় পর্ব। সেখানে বলা হচ্ছে, ''পাকিস্তানের হয়ে ওপেন করতে নামবে দুই কিংবদন্তী ব্যাটসম্যান বাবর আজম ও বিরাট কোহালি।''সেই ম্যাচ ঘরে বসে দেখছে পাকিস্তানের সমর্থক এক পরিবার। সেই পরিবারের বাচ্চা মেয়েটি তার বাবাকে বলছে, ''''দেখবে আজ বিরাট কোহালিই ম্যাচ জেতাবে।'''' তখন মেয়েটির বাবা বলে উঠলেন, ''''বিরাট কোহালি আগে ভারতের হয়ে খেলত না?'''' এই কথা শুনে পরিবারের বাচ্চারা অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, ''''কোন ভারত?'''' এই শুনে ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন ওই ব্যক্তি সম্প্রতি এ রকমই একটি ভিডিয়ো নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাল হয়েছে। আজ, শুক্রবার পাকিস্তানের ডিফেন্স দিবস। সেই উপলক্ষ্যেই ছড়ানো হয়েছে এই ভিডিয়োটি। এই ভিডিয়ো গতকাল নিজের টুইটার হ্যান্ডল থেকে শেয়ার করেছেন পাকিস্তানের সাংবাদিক নাইলা ইনায়াত। তা শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ''শ্রীনগরে পাকিস্তানের ক্রিকেট দল। বিরাট কোহালি খেলছে পাকিস্তানের হয়ে। এটা বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।''ওই ভিডিয়োর শেষে দেখা যাচ্ছে, ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাপ। ভারতের ম্যাপ গেরুয়া ও পাকিস্তানের ম্যাপ সবুজ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার পর আস্তে আস্তে ভারতের ম্যাপের গেরুয়া অংশ ঢেকে গেল সবুজে।এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ছড়িয়েছে বিতর্ক। এই ধরনের ভিডিয়ো নিয়ে একদিকে তরজায় মেতেছেন দুই দেশের নেটিজেনরা। পাশাপাশি পাকিস্তানের হয়ে বিরাট কোহালি খেলছেন, তা দেখে হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন বিরাট ভক্তরা।

GOVERNMENT OF TRIPURA
SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e TENDER NO:01/EE/ENGG.CELL/DSE/2019-20

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf ofthe 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on 23rd September 2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Cost of tender form	Last date & time for receipt of application for issue of tender form	Date of Dropping of	Time and date of opening of Tender	Place of selling & dropping of tender documents
1	E-Tender regarding repair/ renovation ofproject (a) 31 nos JB/SB/ High/ HS school of Dasda,Laljuir & Jumpui blockRs.39,12,740/- (b) 25nos JB/SB/High/HSschool of Damcherra,Jubarajnagar (TTAADC Managed) Dharmanagar MC, panisagar & Kadamtala Rs.37,20,069/- (c) 36 nos JB/SB/ High/ HS school of Kadamtala,Kalacherra, Jubarajnagar & Dharmanagar MC Rs. 47,81,344 (d) 40nos JB/SB/ High/HS school ofJubarajnagar, panisagar, Dharmanagar MC of North Tripura District Rs.53,29,681-under NDRF Scheme, DNIeTNo.01/EE/ENGG.CELUDSE/ 2019-20 NO, 01/EE/ENGG.CELUDSE/ 2019-20DATE: 04/09/2019 NO.02/EE/ENGG.CELL/DSE/2019-20 DATE:04/09/2019 NO, 03/EE/ENGG.CELUDSE/ 2019-20DATE:04/09/2019 NO, 04/EE/ENGG.CELUDSE/ 2019-20DATE:04/09/2019	Rs. 1,77,43,834.00 (a) Rs. 78255/- (b) 74401/- (c) 95627 & (d) 106594/- Total Rs. 354877		Rs. 2(Two) Months for each project.	Rs. 1,000/= for (a+b+c) and Rs 2,500 only for 'D'	Upto 15.00 Hrs on 23/09/2019		Likely to be opened at 15.00 Hrs on 24/09/2019 if possible	Engineering Cell, DSE ..... Sishubihar Complex Agartala, Tripura West

For more details kindly visit **:https://tripuratenders.gov.in**
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

ICA/C-1042/19

Executive Engineer
Engineering Cell,
Secondary Education Department.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 01/EE(Agri)/N/2019-20

The Executive Engineer, Agri. Engineering Division, North Tripura, Dhannanagar invites sealed percentage rate tender (s) on behalf of the Governor of Tripura front the central & state public sector undertaking/ enterprise and eligible contractors of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ NIES/ CPWD/ Railway/ Other state PWD up to 3.00 P.M on 23/09/2019 for the following works :

Sl No	DNIT NO.	Estimated cost (in rs)	Earnest Money(in rs)	Last date & time of receipt of application	Last date & time for issue of tender form	Place, time and date of dropping of tender	Place, time and date of opening of tender	Time for completion
1	Construction of Farmers Knowledge centre at existing DPO office complex, Ambassa under Ambassa Agri. Sub-Division / S.H:- Installation of 1 no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dia nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 01/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500	19/09/2019 upto 5.00 PM	21/09/2019 upto 5.00 PM	O/o the ExecutiNe Engineer, Agri, Ganganagar, Dharmanagar, O/o the Executive Engineer (West). Agri, Agartaia & O/o the Assistant Engineer (C). Department of Agriculture, Ambassa. Dhalai up to 3.00 PM on 23/09/2019	O/o the Executive Engineer, Agri, Ganganagar, Dharmanagar	At 12.00 Noon on 25/09/2019 (If possible)	10(ten) days
2	Construction of Farmers Knowledge centre at Maracherra under Durgachowmuhani Agri. Sub-Division / S.H:- Installation of 1 no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm die nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 02/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					
3	Construction of Farmers Knowledge centre at Kamalpur, Near court building under Durgachowmuhani Agri. Sub-Division/ S.H:Installation of 1 no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dia nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 03/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					
4	Construction of Farmers Knowledge centre at Avanga SW" under Salem Agri. Sub-Division / S.H:- Installation of 1 no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dim nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DN1T No: 04/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					
5	Construction of Farmers Knowledge centre at Salema,Near sector office under Salem Agri. Sub-Division / S.11:- Installation of I no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dia nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 05/EE(Agri)/N/2019.20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					
6	Construction of Farmers Knowledge centre at Rajnagar under Kumarghat Agri. Sub-Division / S.11:- Installation of 1 no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dia nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 06/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					
7	Construction of FarmersKnowledge centre at Gandacherra (liaripur, UttarCandacherra) under Gandacherra Agri. Sub- Division / S.H:- Installation of 1 no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 min dia nominal bore) with UPVC easing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 07/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					
8	Construction of Farmers Knowledge centre at MHOU under Chawmanu Agri. Sub-Division / S.H:- Installation of I no Small bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm dia nominal bore) with UPVC casing pipe & ribbed screen pipes assembly including installation of submersible pump. DNIT No: 08/EE(Agri)/N/2019-20	Rs. 2,36,976	Rs. 2,500					

For details, please contact **to the office of the undersigned.**

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.
(Er. Sukumar Ch. Das)
Executive Engineer
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DHARMANAGAR, NORTH TRIPURA.

ICA/C-1037/19

WALK-IN-INTERVIEW

Applications in plain paper are hereby invited from the eligible candidates for selection of non-permanent engagement in the vacant posts of Anganwadi Workers & Anganwadi Helpers for the following Anganwadi Centres under CDPO Rupaichari ICDS Project on **no-work-no-honorarium basis**

Details of Vacancy in Anganwadi Centres

Sl. No.	Name of G.P	Name of AWC	Name of Block	No of vacant post AWW	No of vacant post of AWH
1	2	3	4	5	6
1	Rupaichari	Mongse Mog Para AWC	Rupaichari	1	0
2	Sonaichari	Sonai Bazar AWC	Rupaichari	1	1
3	East Ludhua	Te garden No-10	Rupaichari	1	0
4	Baishnabpur	Haza Para	Rupaichari	0	1
5	Mohamuni	Surendra Para	Rupaichari	0	1
6	North Bijoy Pur	Bouchi Mog Para	Rupaichari	0	1
7	Magroom	Manoranjan Para	Rupaichari	0	1
8	Sonaichari	Jagadish Ch. Para	Rupaichari	0	1
9	Magroom	Kusum Para	Rupaichari	0	1
10	Bankul Mahamuni	Graha Mog Para	Rupaichari	0	1
11	Uttar Bijoy Pur	Chabi Kumar Para	Rupaichari	1	0
12	Chatakchari	Durga Bari	Rupaichari	1	0
			Total	5	8

Application will be received from 02/09/2019 to 16/09/2019 except Holidays from 11.00 am to 4.00 pm. No TA /DA are admissible for appearing in the walk- in -interview.
Date of Interview :- 20/09/2019 (10:30 A.M onwards)
For more details (Eligibility criteria, documents need to submit etc) see the notice board of the CDPO Rupaichari ICDS Project.
NB : In unavoidable circumstances the interview process may be postponed /cancelled without showing any reason.

ICA/D-887/19

Child Development Project Officer
Rupaichari ICDS Project
Sabroom South Tripura.

CMYK

জাগরণ 7 September, 2019, Friday আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২০ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রাষ্ট্রীয় বজরং দল আহূত অসম বনধ-এ সচল গুয়াহাটি, মিশ্র প্রভাব নলবাড়ি, ধুবড়ি, ডিব্রুগড়ে

গুয়াহাটি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় বজরং দল আহূত ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-এর কোনও প্রভাব পড়েনি গোটা রাজ্যে। দু-একটি এলাকা ছাড়া গুয়াহাটির জনজীবন ছিল অন্য দিনের মতো স্বাচ্ছন্দ্য। এছাড়া আংশিক প্রভাব পড়েছে নলবাড়ি, ধুবড়ি, ডিব্রুগড় ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে। বেশ কয়েকটি জায়গায় বেশ কয়েকজন পিকেটার্সকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে।

গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে বড়বাজার এলাকার প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ ছিল। অন্য জায়গার কোথাও বনধ-এর প্রভাব পড়েনি। মহানগরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। অন্যান্য দিনের মতোই চলছে যানবাহন। বাজারহাট, স্কুল, কলেজ, অফিস-কাছারি সবই খোলা। গুয়াহাটির বিজনেস হাব বলে পরিচিত ফ্যান্সিবাজারও স্বাভাবিকভাবে চলছে। এদিকে নলবাড়ি, ধুবড়ির প্রধান প্রধান এলাকার রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেছেন রাষ্ট্রীয় বজরং দলের সদস্যরা। ডিব্রুগড়ে বনধ-এর প্রভাব আংশিক পড়েছে। আজ সকালের দিকে বনধ-কে কেন্দ্র করে ডিব্রুগড় শহরেরর পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হলেও পুলিশি হস্তক্ষেপে স্ভাবিক হয়েছে। ডিব্রুগড়ের গেলেরিয়া প্রেক্ষাগৃহের সামনে পিকেটিং করতে গেলে পুলিশ তাদের আটক করে নিয়ে যায়। গেলেরিয়া প্রেক্ষাগৃহে আজ জুবিন গার্গের কাঞ্চনজঙ্ঘা চলচ্চিত্রের মুক্তি হয়েছে। এছাড়াও ডিব্রুগড়ের অনেক জায়গায় পিকেটার্স-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। যানবাহন চলাচল খুব একটা করেনি। দোকানপাটও বন্ধ ছিল। এচাড়া নলবাড়ি ও দলগাঁওয়েও বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে।

উল্লেখ্য, সদ্য প্রকাশিত 'বিদেশিযুক্ত ভেজাল এনআরসি' বাতিল করে ১৯৫১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে নতুন করে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি করা, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে সব হিন্দু শরণার্থী অসমে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে অসমে মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করার অধিকার দেওয়া এবং ১৯৭১-এর পর আগত সকল হিন্দু শরণার্থীকে গোটা ভারতে ভাগ করে সংস্থাপন দেওয়ার দাবিতে আজ শুক্রবার ভোর ৫-টা থেকে ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-এর ডাক দিয়েছিল রাষ্ট্রীয় বজরং দল। তাদের বনধ-কে সমর্থন করেছিল আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের অসম শাখা। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় বজরং দল প্রবীণ তোগাড়িয়া নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদের শাখা সংগঠন। বিশ্বহিন্দু পরিষদ বা বজরং দলের সঙ্গে নবগঠিত এই সংগঠনের কোনও সম্পর্ক নেই, গতকালই তা স্পষ্ট করেছিলেন সংশ্লিষ্টরা।

শুক্রবার মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংসদদের বৈঠক।

সদর উত্তরের স্কুলগুলি পরিদর্শনে শিক্ষামন্ত্রী, সমস্যা সমাধানের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। শিক্ষক দিবসের পরদিনই শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তার নির্বাচনী এলাকার স্কুলগুলির হাল হকিকৎ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে ছুটে গেলেন। এলাকার চারটি স্কুল পরিদর্শন করেন শিক্ষামন্ত্রী। পরিদর্শনকালে কয়েকজন শিক্ষকের আগাম অনুমতি ছাড়াই বিদ্যালয়ে না আসা, মিড ডে মিলে গড়মিল সহ বিভিন্ন বিষয় শিক্ষামন্ত্রীর নজরে এসেছে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। ওইসব এলাকার স্কুলগুলিতে পরিকাঠামোগত যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলিও দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিক্ষা দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন সহ সমস্যাগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে বলা হয়েছে।

বাম আমলে বিদ্যালয় পরিদর্শকরা বিশেষ করে গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকার স্কুলগুলি পরিদর্শন করতেন না। সে কারণেই ওইসব এলাকার স্কুলগুলির হাল আরও বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার শহর থেকে গ্রাম এবং গ্রাম থেকে পাহাড় সর্বত্রই গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছে। সে কারণেই শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ শিক্ষক দিবসের পরদিনই ছুটে গেছেন নিজের বিধানসভা এলাকার জনজাতি অধ্যুষিত চারটি স্কুল পরিদর্শনে। স্কুলগুলি হল ডাইনমারা হাই স্কুল, অভিচরণস্থিত মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, লেফুঙ্গা এবং গামছা কোবড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। ওইসব স্কুলে গিয়ে তিনি স্কুলের পরিকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। ডাইনমারা হাই স্কুল পরিদর্শনকালে চারজন শিক্ষক শিক্ষিকার আগাম অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিতির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। স্কুলটির মিড ডে মিল পরিচালনা নিয়েও অভিযোগ পেয়েছেন। এইসব বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিচরণস্থিত মধু চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে বিদ্যালয়ে পাননি। তিনি নাকি ছুটি নিয়েছেন। তার ছুটির কাগজপত্র সঠিক কিনা তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ তিনি। স্কুলটির শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষামন্ত্রী লক্ষ্য করেন, ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সারমেয় অবস্থান করছে। এ ধরনের ঘটনায় রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

লেফুঙ্গা এবং গামছা কোবড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রতিটি স্কুলের শ্রেণীকক্ষে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ওইসব স্কুলের কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা শিক্ষামন্ত্রীর নজরে এসেছে। সেগুলোর দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন। পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, শিক্ষকতার কাজটি পেশা নয়, এটা একটি আদর্শ।

আগামী প্রজন্ম কিভাবে তৈরি হচ্ছে, রাজ্যকে দুর্নীতিমুক্ত, অপরাধমুক্ত, রাজ্যকে নেশামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত করার জন্য আগাম প্রজন্মকে শিক্ষকরা দায়িত্ব পালন করবেন। ছাত্র হল কাঁচা মাটির মতো। শিক্ষকরা যেভাবে তৈরি করবেন সেভাবেই তৈরি হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার কেমন এইসব বিষয় তিনি খতিয়ে দেখেছেন। ওইসব স্কুলে শিক্ষকের তেমন ঘাটতি নেই। পরিকাঠামোগত যেসব ঘাটতি রয়েছে সেগুলি শীঘ্রই পূরণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

এনআরসি নিয়ে বিজেপি-র বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দেশকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধতে চাইছে বিজেপি। নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাবের পক্ষে এভাবেই আক্রমণাত্মক হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বিধানসভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন, তা আগে থেকেই জানা ছিল। তিনি রীতিমতো বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর মতে, "ইতিহাস মেনে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সংবিধান তৈরি হয়েছে। এমন কী ঘটল যে গণতন্ত্র, সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই ওদের নির্দেশিকায় (অ্যাডভাইসরি) চলে যাচ্ছে"। অসমের প্রসঙ্গ মথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় স্পষ্ট করেছেন, রাজ্য সরকার এনআরসি-র নামে এরাজ্য থেকে নাগরিক বিতাড়নের বিরুদ্ধে।

বিজেপির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, বাংলা সবাইকে নিয়ে চলে। জাতি, ভাষা, ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার দরকার কী? শরীরের সব অংশ আলাদা আলাদা করে দিলে অস্তিত্ব থাকবে না। এমন স্পর্শকাতর ইস্যুতেও কেন রাজনৈতিক দলগুলি সরব হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা আজ এনআরসি-কে সমর্থন করছেন তাঁরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এনআরসি ইস্যুর আমদানি হয়েছে। বুঝিয়ে দেন পশ্চিমবাংলায় নাগরিকপঞ্জির কাজ করতে দেবে না রাজ্য সরকার। আগাগোড়া সরকার বিরোধিতায় অনড় থাকলেও এনআরসি ইস্যুতে তৃণমূল সরকারের পাশেই দাঁড়াল বাম-কংগ্রেস।

অধ্যক্ষের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধিবেশনে প্রশ্ন করেন, "বিমানদা বলতে পারেন কোথায় যাচ্ছি আমরা? বিচারের জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র আন্দোলনই এর প্রতিবাদের পথ। আসুন, সারা দেশ জুড়ে একসঙ্গে আন্দোলন করি। এই মাটি সবাইকে পথ দেখায়। সারা দেশ কথা বলতে পারছে না। বাংলা পারে। মনে রাখবেন, বাংলার মানুষকে ওরা ভয় পায়। বাংলার প্রতিভাকে ওরা ভয় পায়। বাংলার মানুষের ঐতিহ্য আছে। বাংলা সবাইকে নিয়ে চলে। দিল্লিতে বাংলায় কথা বললেই বলে বাংলাদেশি। ওরা ভাবে বাংলায় কথা বললেই বাড়ির কাজের লোক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাকে খন্ড খন্ড করার চেষ্টা চলছে। কেন বাংলার ওপর এত হিংসা, এত দ্বেষ, এত ঈর্ষা? যে চেয়ারে বসে দেশ শাসন করছ, সেটা সম্ভব হয়েছে বাংলার জন্য। যাও আন্দামানে (সেলুলার জেলের ফলকে লেখা বিপ্লবীদের নামের তালিকা) গিয়ে দেখে আস। বাংলাকে শেষ করে দিতে চক্রান্ত করছে বিজেপি। এর জন্য যত দূর যেতে হয় যাব।" বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী আলোচনায় অংশ নিয়ে ঘোষণা করেন, "বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপিকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে দেব না।" প্রসঙ্গত, অসমে নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ১৯ লক্ষেরও বেশি নাম। তারপরই তেলেঙ্গান, দিল্লি, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি চালুর করার দাবি তুলেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ চান, রাজ্য থেকে বাংলাদেশি মুসলমানদের হঠাতে। এর পরই রাজ্যজুড়ে এনআরসি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যদিও এনআরসি নিয়ে বিজেপি ছাড়া রাজ্যের সমস্ত বিরোধী দলগুলিই পাশে রয়েছে রাজ্য সরকারের।

শিক্ষক দিবসে স্কুলে মদ্যপ অবস্থায় আসা ছাত্রকে মারধর শিক্ষকদের

কুলতলি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শিক্ষক দিবসে যখন একদিকে ছাত্র শিক্ষকদের সম্পর্কের সুদৃঢ়করণের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক তখনই এই শিক্ষক দিবসের দিনেই শিক্ষকদের হাতে মার খেল দশম শ্রেণীর এক ছাত্র। মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে আসার জন্যই শিক্ষকরা তাকে মারধর করেন। গুরুতর জখম দশম শ্রেণীর ছাত্রটিকে স্থানীয় জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। পরে অবশ্য চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলী থানার অন্তর্গত কৈখালী গোপালগঞ্জ বি কে আর এম ইনস্টিটিউশনে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার।

বৃহস্পতিবার যখন নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে কৈখালী গোপালগঞ্জ বি কে আর এম ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক দিবসের অনুস্থান চলছে ঠিক সেই সময় মদ্যপ অবস্থায় পাঁচ সহপাঠীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে ঢোকে দশম শ্রেণীর ছাত্র শুভঙ্কর রায়। স্কুলে ঢুকে অশোভন আচরণ করতে থাকে সে, এমনটাই অভিযোগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। মদ্যপ অবস্থায় কেন স্কুলে এসেছে সে সেই কৈফিয়ত তলব করে তার উপর চরাও হন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক, শিক্ষকদের মারে অসুস্থ হয়ে পড়ে শুভঙ্কর। অভিযোগ, অসুস্থ শুভঙ্করকে চিকিৎসা না করিয়ে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। এরপর তার বাড়ির লোকেদের খবর দিলে তারা এসে ঐ দশম শ্রেণীর ছাত্র শুভঙ্কর কে নিয়ে জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে।

ফটিকরায়ে বিদ্যুৎ চপলতা, কর্মীদের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। বর্তমানের তীব্র গরমে এমনিতেই হসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। তার উপর বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে দিনেল পর দিন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের গাফিলতিতে নিচু স্তরের কর্মীরা ঠিকঠাক মতো কাজ না করতে পারায় বেশ কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে অতিষ্ঠ, ক্ষুব্ধ জনতা রাতে চড়াও হলেন নিগমের অফিসে। ঘটনা বিদ্যুৎ নিগমের উনকোটি জেলার ফটিকরায় শাখা অফিসে। গত পাঁচদিন ধরে ফটিকরায় বিধানসভার রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ডিএম কলোনি সহ বিস্তীর্ন এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত করিৎকর্মা ম্যানেজার ভাস্কর রায় চতুরতার সাথে ঐসব এলাকায় কাজ না করিয়ে লাইন কেটে রেখে ফটিকরায় বাজার সহ তার সংলগ্ন কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সরবহার সচল রাখছেন কিছুদিন ধরে। আর এতেই বেশ কয়েকদিন ধরে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে ভুক্তভোগিতের মধ্যে।

অভিযোগ অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার ফটিকরায় অফিসের দায়িত্বে থাকলেও তিনি মাসের বেশিরভাগ সময়ই পাশ্ববর্তী কুমারঘাট ডিভিশন অফিসে বসে বসেই কর্তব্য সারছেন। উনার ফোন নম্বরেও ফোন করলে উনি ফোন রিসিভ করেন না। বিদ্যুতের গলোযোগের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরও কোন কাজ হয়নি এমনই অভিযোগ ভুক্তভোগিদের। বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে ক্ষুব্ধ জনগণ গিয়ে চড়াও হন নিগমের ফটিকরায় শাখা অফিসে। তখনও ম্যানেজার বাবু অফিসে ছিলেন না, অফিসের কর্তব্যরত অন্য কর্মীরা উনাকে ফোন করে অফিসে ডেকে আনলে ক্ষুব্ধ জনতা চড়াও হন উনার উপর। ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতার উত্তপ্ত বাক্য দানের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু সময় সরগরম হয়ে উঠে অফিস চত্তর। ছুটে আসে পুলিশ। পরে জনতার চাপে পড়ে ম্যানেজারবাবু কর্মী নিয়ে রাতেই লাইন সারাইয়ের কাজে নামেন এবং বিদ্যুৎ এলে শান্ত হয় পরিস্থিতি। ভোক্তাভোগী জনগণের অভিযোগ করিৎকর্মা ম্যানেজার ভাস্কর রায়কে অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে ফোনে পাওয়া যায় না, এমনকি অফিসের ল্যান্ড ফোনটিও বোবা হয়ে রয়েছে। তাছাড়া ঐ ম্যানেজার বেশিরভাগ দিনই অফিসের অন্য কর্মীদের ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে কুমারঘাটের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নিগমের অফিস কক্ষে কাজের অজুহাত দেখিয়ে বসে দিন কাটান।

এই অভিযোগের সত্যতা সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিজেই তুলে ধরলেন ঐ ম্যানেজার। অজুহাত দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন অফিসের কাছে উনাকে কুমারঘাটে থাকতে হয়। অফিসের দু 'এক জন কর্মী বাদ দিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার সহ বাকিরা রাতের বেলায় বেশিভাগ সময়ই রঙ্গিন জলে ডুবে থেকে ডিউটি করেন এবং কাজ করতে গেলেও এলাকাবাসীর কাছে রঙ্গিন জল দাবি করে থাকেন বলেও এদিন অভিযোগ করলেন উত্তেজিত জনতা। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে যে সাধারণ কর্মীদের কোন দোষ নেই তা এদিন বোঝা গেল ক্ষুব্ধ জনতার ম্যানেজার ভাস্কর রায়ের উপর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়েই। সাধারণ কর্মীদের বাদ দিয়ে ক্ষুব্ধ জনতা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন করিৎকর্মা ঐ ম্যানেজারের উপর। দীর্ঘদিন ধরেই ঐ ম্যানেজারের এহেন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন এলাকাবাসী, তারা রায় বাবুকে অন্যত্র বদলির জন্য দাবিও তুলেছিলেন বারকয়েক। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। সম্প্রতি এই ঘটনার পর ফের করিৎকর্মা রায়বাবুকে অন্যত্র বদলির দাবি জোরালো

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলায় পৌঁছল ডেমু ট্রেনের একটি রেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। আজ শুক্রবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এবং ঝকঝকে নতুন ডেমু ট্রেনের একটি রেক। আরেকটি এদিন দুপুরে স্টেশনে এসে পৌঁছায়। নতুন ও অভিনব ডিজাইনের এই ট্রেন দেখতে স্টেশন চত্বরে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। ট্রেনের প্রতিটি বগিতেই লাগানো আছে ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের দাঁড়িয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য বিশেষ হাতল।

ট্রেনের বিষয়ে আগরতলা স্টেশনের কোনও আধিকারিক সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, অত্যাধুনিক এই ট্রেনে ডিসপ্লের মাধ্যমে যাত্রীরা জানতে পারবেন, ট্রেনে গতি কত, কোন স্টেশনে এসে পৌঁছল এবং পরবর্তী স্টেশন কোনটি। তাছাড়া এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের ভেস্টিবিউলের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ট্রেন মুম্বাইস্থিত রেলওয়ে কারখানা থেকে সরাসরি আগরতলায় এসেছে। এমন আরও কয়েকটি ট্রেনের রেক আগরতলায় আসবে বলেও জানা গিয়েছে।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের উপস্থিতিতে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই ট্রেনগুলির শুভযাত্রা করাবেন বলেও সূত্রের খবর।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গত কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছিলেন, তাঁর অনুরোধে রেলমন্ত্রক আগরতলা থেকে সাব্রুমের মধ্যে দৈনিক দুই জোড়া এবং আগরতলা থেকে ধর্মনগরের মধ্যে চার জোড়া ডেমু ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ট্রেনের প্রথম রেকটি আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী এগুলিকে রেলমন্ত্রকের তরফে ত্রিপুরাবাসীর জন্য দুর্গাপূজার উপহার হিসেবেও বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লীলতাহানির ঘটনা থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। সোমবার দুপুরে যুবরাজনগর এক নং ওয়ার্ডে নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত রুস্তম আলির বিরুদ্ধে ধর্মনগরের মহিলা থানায় ২৯/১৯ নম্বরে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৪/ পকসো আইনের ৮নং ধারায় তদন্ত শুরু হয়। নাবালিণকার আত্মীয়স্বজন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষরা অভিযুক্তকে ধড়র জন্য তিনদিন যাবত পাহারা দিচ্ছে। জানা গেছে অভিযুক্ত রুস্তম আলির ছেলে দোকান খুললে, তাকে উত্তেজিত জনতা দোকান বন্ধ করতে বলেন। অবশেষে উত্তেজিত জনতা নিজেরাই তালা দিয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়। শুক্রবার বিকালে ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ গেলে, এলাকার প্রধঅন বামা চরন নাথ কিছু মানুষ নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রধানের বক্তব্য প্রশাসন, সংবাদ মাধ্যম এবং পার্শ্ববতী এলাকার কিছু লোক জোড় করে রুস্তম আলিকে নাবালিকার শ্লীলতাহানির মামলায় জড়িয়ে দিতে চাইছে। যারা এ ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মনগরের মহিলা থানায় বামা চরন নাথ আসে। এস সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বামাবাবু জানান, সে এমন কোন মন্তব্য করেনি।

ফের উত্থানের মুখ দেখল ভারতীয় টাকা, চাঙ্গা শেয়ার বাজারও

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ফের উত্থানের মুখ দেখল ভারতীয় টাকাউ শুক্রবার দিনের শুরুতেই ১৭ পয়সা উত্থান হয়েছে ভারতীয় টাকারউ ফলে শুক্রবার ভারতীয় মুদ্রার দাম দাঁড়িয়েছে ৭১.৬৭ টাকাউ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, পরপর দু'দিন মিলিয়ে ৪৫ পয়সা উত্থান হয়েছে ভারতীয় টাকারউ সামান্য হলেও, ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় টাকাউ বৃহস্পতিবারই ২৮ পয়সা উত্থান হয়েছিল ভারতীয় টাকারউ মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে বৃহস্পতিবার ভারতীয় টাকার দাম দাঁড়িয়েছিল ৭১.৮৪ টাকাউ শুক্রবার ফের উত্থানের মুখ দেখল ভারতীয় টাকাউ ডলারের সাপেক্ষে শুক্রবার ভারতীয় মুদ্রার দাম দাঁড়িয়েছে ৭১.৬৭ টাকাউ এদিন টাকার পাশাপাশি বেড়েছে শেয়ার বাজারওউ সেনসেক্ট উঠেছে ১৫০ পয়েন্টউ দাঁড়িয়েছে ৩৬,৮২০ অঙ্কেউ নিফটি ৪৯ পয়েন্ট বেড়ে ১০,৯০০-তেউ লাভের মুখ দেখেছে টেক মাহিন্দ্রা, ইন্দাসইন্ড ব্যাঙ্ক, ভারতী এয়ারটেল, ইনফোসিস এবং টাটা মোটরস।

পূজো আসছে, ব্যবসা মন্দা তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ সেপ্টেম্বর ।। শারদীয়া উৎসব শুরু হওয়ার বাকি মাত্র ৩০ দিন। বাঙালীর প্রধান উৎসব বলে কথা। কিন্তু বাজারের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মন্দা। বিভিন্ন দোকানীরা বাজারে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান খুলে বসে আছে ক্রেতার আশায়। কিন্তু বাজার ফাঁকা। শুক্রবার হল তেলিয়ামুড়ার সপ্তাহিক হাট বার। এদিনে বাজারের অবস্থা ছিল অনেকটা ফাঁকা। যেমন জনমানবহীন। কেমন এমনটা। এব্যাপারে দোকানীরা জানায় দীঘ৪ ৭/৮ মাস যাবৎ ধরে ব্যবসার অবস্থা খুবই করুন। গ্রাম থেকে শহর মানুষজন বাজার মুখী হতে নারাজ। এর পেছনে ব্যবসায়ী বলেন, অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে সাধারণ মানুষ জন। সামনে দুর্গা পূজা। এমন বাজারের অবস্থা থাকার কথা জাকঁজমকপূর্ণ। কিন্তু না এখন, আর সেই মানুষের চাক্চিক্যতা নেই অর্থসংকটের কারণে। ব্যবসায়ীরা জানা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আরও করুন অবস্থার শিকার ব্যবসায়ীরা। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মানুষের আর্থিক অবস্থা আরও চাঙ্গা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতিতে তার বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।